বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.dife.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.dife.gov.bd

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম জনগণের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার তার স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বাংলাদেশের শিল্পখাতে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। শিল্প কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ব্যবসা ও বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃজনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই অধিদপ্তর।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম এবং বিশেষ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আরো দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে এই প্রতিবেদন সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। সর্বোপরি ডাইফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন দেশের শিল্পকারখানা ও শ্রমশক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য, উপাত্তের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া কারখানা ও শ্রম সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যবহুল এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সার্বিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

কে এম আলী আজম

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মপরিধি, উল্লেখযোগ্য অর্জন, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের সম্পাদিত তথ্যাবলি সন্নিবেশ করার ফলে অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি।

কলকারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য এই অধিদপ্তরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশ শ্রমআইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ, মজুরী প্রদান, কর্মঘণ্টা, প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে ২০১৯ এর জুন পর্যন্ত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ৪৮৩৯টি শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানায় জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ৩০২৭ টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ইতোমধ্যে পোশাকশিল্প, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও চামড়াশিল্প থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করতে শ্রম পরিদর্শকগণকে দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করা হচ্ছে। শ্রম আইন বাস্তবায়নে ডাইফ-এর দক্ষ পরিদর্শকগণ শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে নিরন্তর সহায়তা প্রদান করছে।

কারখানায় নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ডাইফ। অধিদপ্তরের আওতাধীন Remediation Coordination Cell (RCC)-এর মাধ্যমে দেশের ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। পোশাক কারখানার সংস্কার কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে 'রিমিডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল-এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন'-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্য রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI)-এর নির্মাণ কাজ চলছে। আন্তর্জাতিক মানের এই ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের জুনের মধ্যে শেষ হবে।

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আগামী দিনগুলোতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তথ্যবহুল এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সার্বিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কে এম আলী আজম

শিবনাথ রায়
মহাপরিদর্শক
(অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

কর্মক্ষেত্রে শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে আন্তরিকভাবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষকে শ্রম আইন বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শ্রমিকের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা এ অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে অনুমোদিত জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩ এ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে শিল্পঘন ২৩ টি জেলায় স্থাপিত উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই অধিদপ্তর নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দেশী-বিদেশী অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সিস্টেম, সেবা সহজীকরণ, অধিদপ্তরের কাজে শতভাগ ই-ফাইলিং এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুসঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং-এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৯ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এর মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বারো মাসের মধ্যে ১১ বার প্রথম স্থান লাভ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে পুরস্কার অর্জন করেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে বিগত অর্থ বছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ অধিদপ্তরের ২৩ টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রমের তথ্যবহুল বিবরণ এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং কানাডা, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, জার্মান ও ডেনমার্ক সরকার অত্র অধিদপ্তরে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এজন্য আমি উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই প্রতিবেদন প্রকাশে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শিবনাথ রায়

মোঃ জয়নাল আবেদীন
(অতিরিক্ত সচিব)
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদকীয়

দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ কারখানা এবং দোকান ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক, মালিকের সমন্বয়ে শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শ্রমিক অধিকার এবং উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য এ অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মচারীরা নিয়মিত পরিদর্শন, তাৎক্ষণিক পরিদর্শন, উদ্বুদ্ধকরণমূলক কার্যক্রম ও প্রয়োজনে আইনগত পরামর্শসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০২১ অর্জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। দেশে ব্যবসাবান্ধব ও বিনিয়োগবান্ধব শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনে অধিদপ্তর অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও ইতোমধ্যে যথেষ্ট সাফল্য বয়ে এনেছে।

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যায়ের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে সারাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে এই অধিদপ্তর। দেশের বিশাল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী এবং ইকোনমিক ইউনিটের তুলনায় অধিদপ্তরের জনবল ও অবকাঠামো নিতান্তই অপ্রতুল। এতদসত্ত্বেও অধিদপ্তরের জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নির্ধারণ করে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে।

অধিদপ্তরের বিগত অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮-২০১৯। এজন্য আমরা আনন্দিত। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তথাপি এ প্রকাশনায় নানা অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ত্রুটি বিচ্যুতি ও ঘাটতি বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং পরবর্তী বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ কামনা করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ জয়নাল আবেদীন

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮-২০১৯ প্রকাশনা কমিটি

সার্বিক তত্ত্বাবধান	:	শিবনাথ রায় মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সভাপতি	:	মোঃ জয়নাল আবেদীন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সদস্য	:	মোঃ শামসুল আলম খান যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
সদস্য	:	ফরিদ আহাম্মদ যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সেইফটি)
সদস্য	:	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
সদস্য	:	ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্ম মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)
সদস্য	:	মোঃ মতিউর রহমান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)
সদস্য	:	মোঃ কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি)
সদস্য	:	জোবেদা খাতুন উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
সদস্য	:	মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)
সদস্য	:	আহমেদ বেলাল উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা)
সদস্য	:	মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
সদস্য	:	মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা
সদস্য সচিব	:	মোঃ ফোরকান আহসান তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ	:	সৈকত ফেইথ প্রিন্ট এণ্ড প্যাকেজিং
মুদ্রণে	:	ফেইথ প্রিন্ট এণ্ড প্যাকেজিং ১২৬ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১১০০ ☏ ০২-৭১৯৪৫৭৭, ✉ msfaith.print@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	১৫
২	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর গঠন	১৬
৩	অধিদপ্তর-এর কার্যক্রম	১৮
৪	প্রধান কার্যালয়ের উপশাখাসমূহের গঠন ও কার্যক্রম	১৯
৫	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ ও কাজ	২২
৬	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের তালিকা	২৪
৭	নিয়মিত কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)	২৫
৮	বিশেষ কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)	৩২
৯	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, APA (২০১৮-২০১৯) অনুযায়ী দপ্তরের অর্জন	৪০
১০	জনবলের পরিসংখ্যান	৪১
১১	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	৪৩
১২	রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম	৪৪
১৩	চলমান প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	৪৮
১৪	বৈশ্বিক অংশীজনদের সাথে অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৫২
১৫	লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)	৫৪
১৬	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা	৫৯
১৭	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের ক্যাপশন সংবাদ	৬১
১৮	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)	৬৪
১৯	লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বিষয়ক তথ্য	৬৯
২০	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর কর্মকাণ্ডের কিছু স্থিরচিত্র	৭১

ভূমিকা

কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘণ্টা ও মজুরী প্রদান ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে এই অধিদপ্তর। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ নিরাপদ, শোভন ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি অধিদপ্তরে উন্নীত করে অনুমোদিত জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩-এ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ০১ টি প্রধান কার্যালয় এবং ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ডাইফ-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের বিভিন্ন শাখা, উপশাখা এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি, অধিদপ্তরের আধুনিকায়নে গৃহীত উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর গঠন

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘণ্টা ও মজুরী প্রদান নিশ্চিতকরণ ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে এই অধিদপ্তর। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। ক্রমবর্ধমান বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ নিরাপদ, শোভন ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ০১ টি প্রধান কার্যালয় এবং ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে বর্তমানে ডাইফ-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অধিদপ্তরের গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং একজন যুগ্ম সচিব অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিদর্শকের দিক নির্দেশনায় প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা, পাঁচটি উপশাখা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা নিম্নরূপ:

১. প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
২. সেইফটি শাখা
৩. স্বাস্থ্য শাখা
৪. সাধারণ শাখা

প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার গঠন ও কার্যক্রম:

একজন যুগ্ম মহাপরিদর্শকের অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক, দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক, একজন তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, একজন আইন কর্মকর্তা, একজন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা এবং একজন গ্রন্থাগারিক-এর সমন্বয়ে প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা গঠিত। প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার অধীনে ৫টি উপশাখা রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতাবৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, নিয়োগ, বদলী, পদায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা এই শাখার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া অধিদপ্তরের আইনগত বিষয়াদি দেখাশোনা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচার ও প্রকাশনা, মিডিয়া যোগাযোগ ও গণসংযোগ, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য প্রদান, বাজেট প্রণয়ন, ব্যয় বিভাজন, ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কাজও এই শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

সেইফটি শাখার গঠন ও কার্যক্রম:

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী একজন যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)-এর অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) এবং দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)-এর সমন্বয়ে সেইফটি শাখা গঠিত। বর্তমানে দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পাওয়ায় সেইফটি শাখার কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলে সেইফটি শাখার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের সেইফটি শাখায় সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) ও শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি) পদে মোট ০৭ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এছাড়া জাতীয় উদ্যোগের আওতায় দেশব্যাপী পোশাক শিল্পকারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সংস্কার কার্যক্রম সেইফটি শাখা এবং অধিদপ্তরের আওতাধীন সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

সাধারণ শাখার গঠন ও কার্যক্রম:

একজন যুগ্ম মহাপরিদর্শকের অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক এবং দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)-এর সমন্বয়ে এ শাখা গঠিত। মাঠপর্যায়ের পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম তদারকি, পরিদর্শকগণের পরিদর্শনসূচি অনুমোদন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রমিকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ সংক্রান্ত শ্রম অসন্তোষ নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণসহ আইন অনুযায়ী চাকরির শর্তাবলী ও কল্যাণমূলক বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা। এছাড়াও কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়োগ বিধির অনুমোদন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু, জনবল সরবরাহকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু, শ্রম আইনের কতিপয় ধারা ও বিধির প্রয়োগ হতে কারখানাকে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রদান করা। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের জন্য শিক্ষা সহায়তা, মাতৃত্বকল্যাণ সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, দুর্ঘটনায় মৃত্যুজনিক আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ উল্লেখিত সহায়তার চেক বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে সহযোগিতা প্রদান করা এ শাখার কাজ।

স্বাস্থ্য শাখার গঠন ও কার্যক্রম:

প্রধান কার্যালয়ে একজন যুগ্ম মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ও দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর সমন্বয়ে স্বাস্থ্য শাখা গঠিত। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, পেশাগত রোগ প্রতিরোধ, রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসহ আইনের বিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা এ শাখার কাজ। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু শ্রম নিরসন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিটের কার্যক্রম, প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস (OSH Day) উদযাপন কার্যক্রম এ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের গঠন:

অধিদপ্তরের অধীন ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রম অসন্তোষ নিরসন, শ্রম আইনের কল্যাণমূলক বিধানসমূহ বাস্তবায়ন, কারখানার লে-আউট অনুমোদন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হয়। এছাড়া কারখানা ভবনের কাঠামোগত সুরক্ষা, অগ্নি সুরক্ষা ও বৈদ্যুতিক সুরক্ষাসহ দুর্ঘটনার তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ ও চেক বিতরণ ইত্যাদি কাজ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে ৪টি শাখার মাধ্যমে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। শাখাগুলো হলো: সেইফটি শাখা, স্বাস্থ্য শাখা, সাধারণ শাখা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান শাখা।

অধিদপ্তর-এর কার্যক্রম

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মস্থলের সেইফটি নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনে বর্ণিত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা।

শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, কল্যাণ, মজুরী পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি তদারকি করার জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা।

কারখানা নির্মাণের জন্য কারখানা ভবনের নকশা ও মেশিন লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা সম্প্রসারণের জন্য লে-আউট সম্প্রসারণের নকশা অনুমোদন।

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু এবং লাইসেন্স নবায়ন প্রদান।

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরিবিধি অনুমোদন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান।

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা বা বিধি থেকে অব্যাহতি প্রদান।

আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা।

শ্রমিক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সংশ্লিষ্ট আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।

শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।

শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।

শ্রম পরিদর্শন, মজুরী ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা এবং শ্রম পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।

বিভিন্ন কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিভিন্ন কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনের জন্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা।

শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন: শ্রম পরিদর্শন, মজুরী, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা।

প্রধান কার্যালয়ের উপশাখাসমূহের গঠন ও কার্যক্রম

প্রশাসন শাখার উপশাখাসমূহের কার্যক্রম:

প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার অধীন ৫ টি উপশাখার কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক. আইন উপশাখা

আইন উপশাখার কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশনসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবীর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।
- আদালতে কোন দলিল, কাগজপত্র ও প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবীকে সহযোগিতা করা।
- যেকোন মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে মহাপরিদর্শক ও মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা।
- মামলা পরিচালনায় কোন জটিলতা ও সমস্যা উদ্ভূত হলে প্যানেল আইনজীবী ও মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করা।
- আইন কর্মকর্তা হিসেবে মহাপরিদর্শকের পক্ষে প্যানেল আইনজীবী ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন।
- শ্রম আদালতে রুজুকৃত মামলা পরিচালনায় অধিদপ্তরের পক্ষে পরিদর্শকগণকে সহযোগিতা প্রদান।
- বিভিন্ন জেলার উপমহাপরিদর্শকগণের কার্যালয় থেকে মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করা এবং এ রিপোর্ট প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা।
- বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধিমালা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নির্ভুল হিসেবে মহাপরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ৩২৪ ধারা অনুসারে কতিপয় ধারা থেকে বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে অব্যাহতির আবেদনের যথার্থতা যাচাই-এর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যেকোন দায়িত্ব পালন করা।

খ. তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা

তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা নিম্নোক্ত কর্মসম্পাদন করে থাকে:

- মহাপরিদর্শকের অনুমতিক্রমে অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংবাদ মাধ্যমে প্রেরণ।
- প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বিবেচনায় মহাপরিদর্শকের অনুমতিক্রমে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা।
- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- মহাপরিদর্শক-এর নির্দেশক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের প্রেস ব্রিফিং প্রস্তুতকরণ।

- গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সংবাদগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- অধিদপ্তরের প্রচার, প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন।
- অধিদপ্তরের ফেইসবুক পাতা এবং ফেইসবুক গ্রুপের এডমিনের দায়িত্ব পালন।
- তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য বিকল্প তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন।
- মহাপরিদর্শক-এর অনুমোদনক্রমে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন।
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি এবং ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশ সংক্রান্ত কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন।
- মহাপরিদর্শক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তাগণ:

কার্যালয়	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	আপিল কর্মকর্তা
প্রধান কার্যালয়	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক	মহাপরিদর্শক
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ	উপমহাপরিদর্শক	মহাপরিদর্শক

অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট-http://www.dife.gov.bd/

ফেসবুকে অধিদপ্তরের অফিসিয়াল পেজ https://www.facebook.com/dife.gov.bd/

গ.পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা

পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখার কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্যের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক সমস্যা চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা।
- উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়নে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।
- তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- ডাটাবেজ তৈরিতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।
- সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণও প্রয়োজনে সরবরাহ করা।
- মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন।

ঘ. হিসাব উপশাখা

হিসাব উপশাখার কার্যাবলী:

অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বণ্টন, কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, অফিস ভাড়া, অফিস পরিচালনা ব্যয়, ক্রয় পরিকল্পনা, অডিট ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও ক্রয় ইত্যাদি বিষয় সম্পাদন করা এ শাখার মূল কাজ। এছাড়াও অধিদপ্তরের আর্থিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজ এ উপশাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

ঙ. গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার উপশাখার কার্যাবলী:

- বিভিন্ন বই, প্রকাশনা, জার্নাল, পত্রিকা, গেজেট, শ্রম আইন ও বিধিমালা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা।
- বই, জার্নাল, পত্রিকা ইত্যাদি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
- অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের বইপত্র, দেশি-বিদেশি পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা।
- পত্রিকায় প্রকাশিত অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সংবাদের ক্লিপিং, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মডিউল, প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন, বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ডকুমেন্টস সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ।
- অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পোস্টার, লিফলেট, ভিডিও, টিভিস্পট, ডকুমেন্টারি, স্থিরচিত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও চাহিদামত সরবরাহ।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন, পুস্তকাদি, রেফারেন্স বুক, ভিডিও, ডকুমেন্টারি, স্থিরচিত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও সরবরাহ।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ, আত্মজীবনী, ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, অভিধান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং অধিদপ্তরের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধকরণ।
- ন্যূনতম মজুরীর গেজেটসমূহ সংরক্ষণ।
- মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ ও কাজ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রম অসন্তোষ নিরসন, শ্রম আইনের কল্যাণমূলক বিধানসমূহ বাস্তবায়ন, কারখানার লে-আউট অনুমোদন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হয়। এছাড়া কারখানা ভবনের কাঠামোগত সুরক্ষা, অগ্নিসুরক্ষা ও বৈদ্যুতিক সুরক্ষাসহ দুর্ঘটনার তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ ও চেক বিতরণ ইত্যাদি কাজ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে ৪টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়।

শাখাগুলো হলো:

১. সেইফটি শাখা

২. স্বাস্থ্য শাখা

৩. সাধারণ শাখা

৪. দোকান ও প্রতিষ্ঠান শাখা

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি কাজ:

(ক) শ্রম পরিদর্শন: সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই এ অধিদপ্তরের মূল কাজ। এ মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হয়:

(ক) নিয়মিত পরিদর্শন।

(খ) তাৎক্ষণিক পরিদর্শন।

(গ) দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শন।

(ঘ) অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন।

নিয়মিত পরিদর্শন মূলত নিম্নোক্ত ধাপে সংঘটিত হয়:

❖ সকল নিয়মিত পরিদর্শন আগে অবহিত করেই করা হয়ে থাকে। এ পরিদর্শনের বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সপ্তাহ আগেই ফোনকল অথবা চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

❖ পরিদর্শনের সময় মূলত ফ্যাক্টরীর নাম, পরিদর্শনের বিভাগ, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকে। সেখানে পরিদর্শকের নামও উল্লেখ থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে ৪৩,৪০১ টি।

(খ) **নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ:** কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃত্ব সুরক্ষার জন্য শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ বাস্তবায়নসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(গ) **শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলের চেক বিতরণ:** বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে নিয়মিত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে চিকিৎসা ও শিক্ষা সহায়তা দিয়ে থাকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

(ঘ) **উদ্বুদ্ধকরণ**: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিভিন্ন বিষয়ে তার স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮৩২ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ঙ) **কমপ্লায়েন্স কারখানা:** শ্রম আইন ও বিধি বিধান মেনে চলে এমন কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কমপ্লায়েন্স হয়েছে মোট ২১০৬ টি কারখানা।

(চ) **নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন:** শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের তালিকা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কার্যালয়ের ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

আঞ্চলিক কার্যালয়	উপমহাপরিদর্শকের নাম	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল	কার্যালয়ের ঠিকানা
ঢাকা	আহমেদ বেলাল	০১৯৬২৪০১৮৮০	digfe.dhaka@gmail.com	২৯, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
নারায়ণগঞ্জ	সৌমেন বড়ুয়া	০১৯১১৭০৩৫৩০	dig.narayanganj@gmail.com	বাগে জান্নাত মসজিদ গলি, ১৪২ নবাব সলিমুল্লাহ রোড, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
গাজীপুর	মোঃ ইউসুফ আলী	০১৭১১১৭০০৫৩	dig.gazipur@gmail.com	আইআরআই রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।
চট্টগ্রাম	মোঃ আল-আমীন	০১৭১৭৭৩৫৪৮৭	digctg@gmail.com	জাম্বুরী মাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।
নরসিংদী	মোঃ আতিকুর রহমান	০১৭০০৭৪৪৪৭৯	narsingdidife@gmail.com	২৬/২ তরোয়া, জেলখানা মোড়, নরসিংদী।
মুন্সীগঞ্জ	মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন	০১৭১৮২৫৩৪৫৫	dig.munshigonj@gmail.com	ভূঁইয়া ম্যানশন ২য় তলা, সদর হাসপাতাল রোড, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।
টাঙ্গাইল	মহর আলী মোল্লা	০১৭১২৪২৮১২৭	digfe.tangail@gmail.com	প্রান্ত প্রভা (৩য় তলা), আট পুকুরপাড় (বিশ্বাস বেতকা), ঢাকা রোড, টাংগাইল।
কিশোরগঞ্জ	শাহ্ মোফাখখারুল ইসলাম	০১৯১৩৭৬৯৯১৪	digkishoregonj@gmail.com	৩৪২/১, সাগর ভিলা, পশ্চিম হারুয়া (কশাই খানা), কিশোরগঞ্জ।
মৌলভীবাজার	মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান	০১৭১৩২০৩০৭০	dig.moulvibazar@gmail.com	ভানুগাছ রোড (১০ নং গোলচত্বর সংলগ্ন), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
ফরিদপুর	সাবিহা মুক্তা	০১৭৭১৫৭১৭০৬	digfaridpur2017@gmail.com	পশ্চিম গোয়ালচামট, ২ নং সড়ক, ফরিদপুর
কুমিল্লা	এম. এম. মামুন-অর-রশিদ	০১৯১১৩১০৯২৭	digcomilla.dife@gmail.com	যাদুঘর রোড, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রথম গেইট সংলগ্ন, কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
সিলেট	তপন বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা	০১৭০৮১১২২১৫	dig.sylhet.bd@gmail.com	মির্জা ভিলা (৩য় তলা), ৯/বি, পল্লবী আবাসিক এলাকা, পশ্চিম পাঠানটুলা, সিলেট-৩১০০।
ময়মনসিংহ	রাজীব চন্দ্র ঘোষ	০১৬২৯৭৩৮২৫৪	dig.mymensingh1@gmail.com	ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক, মাসকান্দা, সদর, ময়মনসিংহ।
রংপুর	সোমা রায়	০১৭০৮১১২১৮০	dife.rangpur@gmail.com	আর কে রোড, গণেশপুর, রংপুর
দিনাজপুর	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	০১৭৩৯৯৫৬৩৬৬	dig.dinajpur.dife@gmail.com	বালুয়া ডাঙ্গার মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।
রাজশাহী	মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	০১৫৫৪৩৪৭৭৯৩	dig.mole.rajshahi@gmail.com	৬৯, আলম এপার্টমেন্ট (৪র্থ তলা), বিসিক মোড়, সপুরা, রাজশাহী।
পাবনা	মোঃ আব্দুল হাই খান	০১৯২০৬৬৭৯৩৩	digpabna@gmail.com	১১১/বি, লাইব্রেরী বাজার, ডিসি রোড, পাবনা-৬৬০০
বগুড়া	মোঃ ইকবাল হোসাইন খান	০১৭০৮১১২১৮৩	digbogra@gmail.com	বাড়ী নং-জি-১২৫, রহমান নগর, বগুড়া-৫৮০০।
সিরাজগঞ্জ	বুলবুল আহমেদ	০১৭২৫৯১৪৮৪১	digsirajgonj@gmail.com	চড় রায়পুর, পূর্বপাড়া, রামগাতি, সিরাজগঞ্জ।
কুষ্টিয়া	মোঃ হাসিবুজ্জামান	০১৭১৫৩০০৯৫০	digkushtia@gmail.com	৪০/১, মাহতাব উদ্দিন রোড, কাটাইখানা মোড়, কুষ্টিয়া
যশোর	ইকবাল আহম্মেদ	০১৭১৪২১১১৫৮	dig.jessore@gmail.com	বাড়ী নং-২৩৬, প্লট নং-০৮, সেক্টর-০৯, যশোর হাউজিং এষ্টেট, শেখহাটি বাবলাতলা, ঢাকা রোড, যশোর-৭৪০০।
খুলনা	মোঃ আরিফুল ইসলাম	০১৯৮৭৪৪৫১১৬	dig.dife.khulna@gmail.com	শ্রম ভবন (৩য় তলা), বয়রা, খুলনা-৯০০০।
বরিশাল	হিমন কুমার সাহা	০১৭১২৯৭৯৬৮২	dife.barisal.dig@gmail.com	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।

নিয়মিত কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)

শ্রম পরিদর্শন

দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই এ অধিদপ্তরের মূল কাজ। শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের মূল্যবোধকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হয়:

(ক) নিয়মিত পরিদর্শন; (খ) তাৎক্ষণিক পরিদর্শন; (গ) দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শন; (ঘ) অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন

পরিস্থিতি ও সেক্টর বিবেচনা করে নিয়মিত পরিদর্শন ঘোষিত (announced) এবং অঘোষিত (unannounced) দুই ভাবে করা হয়। নিয়মিত পরিদর্শন ঘোষিত (announced) হলে এ পরিদর্শনের বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সপ্তাহ আগেই ফোন কল অথবা চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৩,৪০১ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

টেবিল: পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য

মাস	গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	মোট (১+২+৩+৪)
	১	২	৩	৪	
জুলাই, ২০১৮	৩৬৩	১১৮৩	৫৯৭	১৪১৭	৩৫৬০
আগস্ট, ২০১৮	৩৩৬	১১০১	৬৪২	১৩৬৫	৩৪৪৪
সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৪৩৯	১১৬০	৫৬৪	১৩৭৮	৩৫৪১
অক্টোবর, ২০১৮	৩৮২	১০৭৮	৬৩৭	১৪৪৫	৩৫৪২
নভেম্বর, ২০১৮	৩৭৬	১২৮২	৭১০	১৩০২	৩৬৭০
ডিসেম্বর, ২০১৮	৩৭২	১৩৪২	৭১২	১২৯৯	৩৭২৫
জানুয়ারি, ২০১৯	৪৪২	১৩৫৮	৬৮১	১৩০৭	৩৭৮৮
ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	৫০৮	১১৯৪	৬৫০	১২৭৬	৩৬২৮
মার্চ, ২০১৯	২৫০	১৪৩৯	৮০২	১৪০২	৩৮৯৩
এপ্রিল, ২০১৯	১৯৫	১৩৮৮	৬৩৭	১২৩৭	৩৪৫৭
মে, ২০১৯	২০৭	১২৪০	৬৩৯	১৩১৬	৩৪০২
জুন, ২০১৯	২২৮	১৪২৬	৭৪৯	১৩৪৮	৩৭৫১
মোট	**৪০৯৮**	**১৪৮৯০**	**৮০২০**	**১৬০৯২**	**৪৩,৪০১**

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০১৯

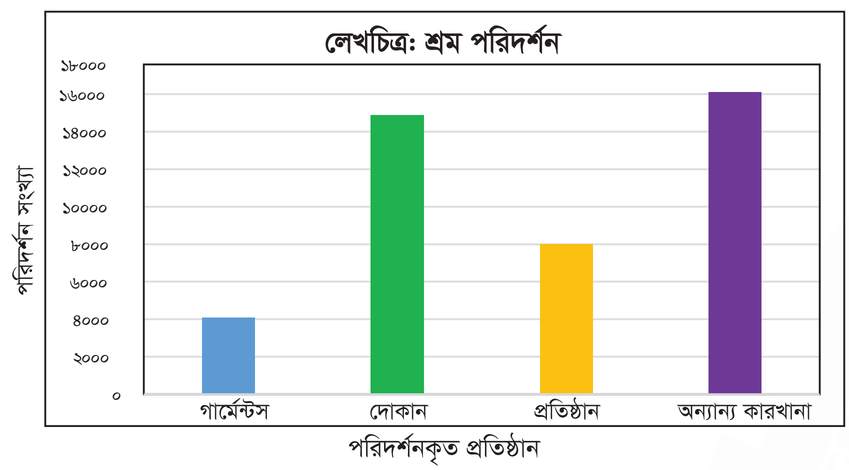

অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ২৭৫৫ টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ২৬০৪ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল: অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

মাস	অভিযোগ গ্রহণ			মোট অভিযোগ নিষ্পত্তি (পূর্বের পুঞ্জীভূত অভিযোগ নিষ্পত্তিসহ)
	পত্রের মাধ্যমে	আনলাইনে	মোট (১+২)	
	১	২	৩	
জুলাই, ২০১৮	১৬৬	৩৯	২০৫	১৫৬
আগস্ট, ২০১৮	১১৯	৪৫	১৬৪	১৭৪
সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১৬০	৪৫	২০৫	১৮২
অক্টোবর, ২০১৮	১৬২	২৮	১৯০	১৯৩
নভেম্বর, ২০১৮	১৮২	৫৮	২৪০	২৬৭
ডিসেম্বর, ২০১৮	১৪৩	২০	১৬৩	১৭৪
জানুয়ারি, ২০১৯	১১৯	৮৮	২০৭	১৮২
ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৫৩	১৮৩	৪৩৬	৩৮৬
মার্চ, ২০১৯	১৪৯	৭৩	২২২	২৪২
এপ্রিল, ২০১৯	১৬৯	৪০	২০৯	২০৭
মে,২০১৯	২১০	০	২১০	২০৪
জুন, ২০১৯	১৭৭	১২৭	৩০৪	২৩৭
মোট	২০০৯	৭৪৬	২৭৫৫	২৬০৪

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০১৯

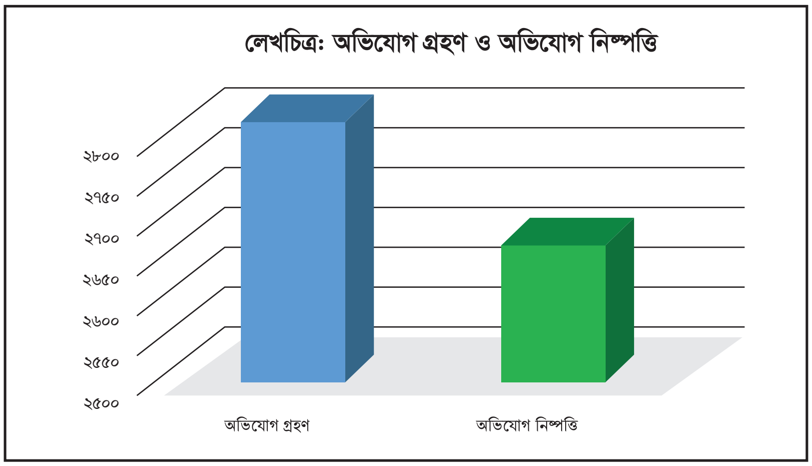

শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা ও মামলা নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করেন এবং তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা

কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১৪২৯ টি। এর মধ্য থেকে ৮৪৪টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে।

টেবিল: মামলা সংক্রান্ত তথ্য

মাস	গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	শিশুশ্রমের মামলা	মোট
	১	২	৩	৪	৫	(১+২+৩+৪+৫)
জুলাই, ২০১৮	৩	৩৯	১৬	৩৮	১	৯৭
আগস্ট, ২০১৮	৬	৫৯	১৩	৩৫	০	১১৩
সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৬	৫৭	১০	৬১	৩	১৩৭
অক্টোবর, ২০১৮	১১	১২	১১	৬৬	১	১০১
নভেম্বর, ২০১৮	৬	৩৪	৩১	২৪	২	৯৭
ডিসেম্বর, ২০১৮	৫	৪২	২৭	৫১	১	১২৬
জানুয়ারি, ২০১৯	৫	৪৪	৩৫	৪৬	১	১৩১
ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২	৩৪	১৭	৬০	১	১১৪
মার্চ, ২০১৯	৮	১৬	১১	৫৪	১৬	১০৫
এপ্রিল, ২০১৯	৫	৫১	১৪	৫৫	০	১২৫
মে, ২০১৯	১২	৩২	৩১	৯০	৮	১৭৩
জুন, ২০১৯	৩	৩০	১৫	৫৫	৭	১১০
মোট	৭২	৪১০	২১২	৬৩৫	৪১	১৪২৯

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০১৯

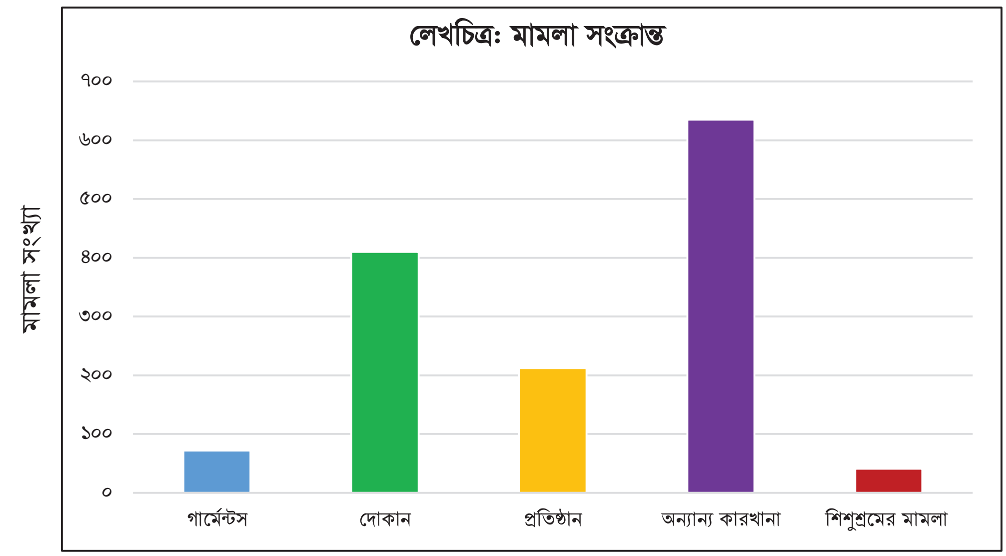

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ১০৩ জন শ্রমিক এবং নিহত ১২১ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ

মোট ৭১,০৬,২৪৬ (একাত্তর লক্ষ ছয় হাজার দুইশত ছেচল্লিশ) টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টেবিল: দুর্ঘটনা এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য

মাস	দুর্ঘটনা	আহত/গুরুতর আহত	নিহত	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
জুলাই, ২০১৮	১৭	১৮	১০	৬০০০০০
আগস্ট, ২০১৮	১৩	১২	১	০
সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৪	৩	২	২০০০০০
অক্টোবর, ২০১৮	৯	২৫	১৫	১৪০০০০০
নভেম্বর, ২০১৮	৫	০	৫	২০০০০০
ডিসেম্বর, ২০১৮	৫	৮	৯	২০০০০০
জানুয়ারি, ২০১৯	৯	১১	২০	৪২৫০০০
ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	৪	৮	৩১	৪০০০০০
মার্চ, ২০১৯	৮	৬	৬	৯৮৬২৪৬
এপ্রিল, ২০১৯	৬	২	১৩	১৭৭৫০০০
মে,২০১৯	৬	১০	৭	৮০০০০০
জুন, ২০১৯	২	০	২	১২০০০০
মোট	৮৮	১০৩	১২১	৭১,০৬,২৪৬

উৎস: সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০১৯

গণশুনানী নিষ্পত্তি

শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৯৪১ দিন গণশুনানী আয়োজনের মাধ্যমে ১৩৮৯ জন সেবা প্রত্যাশীর ১২৮৮ টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল: গণশুনানী নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

মাস	দিনের সংখ্যা	সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা
জুলাই, ২০১৮	৯২	১৭৯	১৬৬
আগস্ট, ২০১৮	৭১	৭২	৬৫
সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৮৪	১৩৯	১৩০
অক্টোবর, ২০১৮	৭৮	১১৫	১১৫
নভেম্বর, ২০১৮	৭৩	১০৮	৮০
ডিসেম্বর, ২০১৮	৬৮	৭৬	৭২
জানুয়ারি, ২০১৯	৭৫	৭৩	৬৯
ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	৮৪	১২১	১১৮
মার্চ, ২০১৯	৭৩	৮৮	৮৪
এপ্রিল, ২০১৯	৮২	১২৬	১০৬
মে,২০১৯	৮৮	১৮৬	১৮৬
জুন, ২০১৯	৭৩	১০৬	৯৭
মোট	৯৪১	১৩৮৯	১২৮৮

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০১৯

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ১০,৮১২ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ২৭,৬১,৫৩,৩৯৪ (সাতাশ কোটি একষট্টি লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার তিনশত চূরানব্বই) টাকা।

টেবিল: প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	শ্রমিকের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ
১	জুলাই, ২০১৮	৯২৪	২১৫৪৩৬২১
২	আগস্ট, ২০১৮	৫৭৯	১৩৫৮৬৮২০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৭৪৪	১৭৯৯৪৭৪৩
৪	অক্টোবর, ২০১৮	৭২২	১৭৫৮৫৭৪১
৫	নভেম্বর, ২০১৮	৭৭৯	১৯২৪১৪৭৪
৬	ডিসেম্বর, ২০১৮	৯৫৩	২৪৯৩৩৩৯১
৭	জানুয়ারি, ২০১৯	১৫৯১	৪৩৬৫৮০৯৩
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১১৫৮	৩০১৪৮৭৩১
৯	মার্চ, ২০১৯	১০৮৮	২৭৭৪৬৪৩৬
১০	এপ্রিল, ২০১৯	৮৯২	২৪৫৩০৮৭০
১১	মে,২০১৯	৫২১	১২৯৬৭২৫১
১২	জুন, ২০১৯	৮৬১	২২২১৬২২৩
মোট		১০,৮১২	২৭,৬১,৫৩,৩৯৪

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০১৯

লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১৩,২৩৭ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৫,২২৭ টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।

টেবিল: লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	নতুন লাইসেন্স প্রদান	লাইসেন্স নবায়ন
১	জুলাই, ২০১৮	৭০২	৫৯৬৮
২	আগস্ট, ২০১৮	১০৫৫	৩২০৮
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১২৩২	২৩৪৫
৪	অক্টোবর, ২০১৮	১৩২০	২২৬২
৫	নভেম্বর, ২০১৮	১৪১২	১৬৮৬
৬	ডিসেম্বর, ২০১৮	১১২৯	১২৮০
৭	জানুয়ারি, ২০১৯	১৪৪৭	৮৩৮
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৫১৯	৭৩৩
৯	মার্চ, ২০১৯	১৩৬৮	৭১৭
১০	এপ্রিল, ২০১৯	৯০৬	৬২৩
১১	মে,২০১৯	৭২২	১২১৬
১২	জুন, ২০১৯	৪২৫	৪৩৫১
মোট		১৩,২৩৭	২৫,২২৭

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০১৯

সেইফটি কমিটি গঠন

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ১১৯৮টি। সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত আরএমজি কারখানাগুলোতে ১৭৯৬ টি এবং নন আরএমজি কারখানাগুলোতে ১২৩১ টি; মোট ৩০২৭ টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টেবিল: কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	নতুন লাইসেন্স প্রদান
১	জুলাই, ২০১৮	৫১
২	আগস্ট, ২০১৮	২১
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৩২
৪	অক্টোবর, ২০১৮	৪৭
৫	নভেম্বর, ২০১৮	৬৩
৬	ডিসেম্বর, ২০১৮	৫৯
৭	জানুয়ারি, ২০১৯	৯১
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	৯৩
৯	মার্চ, ২০১৯	১৯৮
১০	এপ্রিল, ২০১৯	১৫২
১১	মে,২০১৯	১৭৩
১২	জুন, ২০১৯	২১৮
সর্বমোট		১১৯৮

উৎস: সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০১৯

কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ লক্ষ্যে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে ডাইফ। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ ৬,০৪,১৪,৭৮২ (ছয় কোটি চার লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা আয় করেছে।

টেবিল: অধিদপ্তরের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

ক্রমিক নং	মাস	নতুন লাইসেন্স প্রদান
১	জুলাই, ২০১৮	১৩,৪২,৫২২
২	আগস্ট, ২০১৮	৬১,৮৫,৫৭০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৬৩,১৬,৩১২
৪	অক্টোবর, ২০১৮	৫৪,৭০,৫৬৯
৫	নভেম্বর, ২০১৮	৫০,২৬,৪০৪
৬	ডিসেম্বর, ২০১৮	৩৩,৪৬,৭৫৬
৭	জানুয়ারি, ২০১৯	৩৫,৫৫,১২৫
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৬,৬০,৩৯৩
৯	মার্চ, ২০১৯	২৪,৬০,৪১৯
১০	এপ্রিল, ২০১৯	১৬,৩২,০৬১
১১	মে,২০১৯	২৩,৭১,৯৪০
১২	জুন, ২০১৯	৭৯,৭৩,৭১১
সর্বমোট		৬,০৪,১৪,৭৮২

উৎস: হিসাব উপশাখা, ডাইফ, ২০১৯

শিশুকক্ষ স্থাপন ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৫১২ টি শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিত করা

হয়েছে। এছাড়া শিশুকক্ষ স্থাপনের জন্য ৪৭১ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

টেবিল: শিশুকক্ষ স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং শিশুকক্ষ স্থাপন

ক্রমিক নং-	মাসের নাম	স্থাপিত ডে-কেয়ারের সংখ্যা	অনুষ্ঠিত উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংখ্যা
১	জুলাই, ২০১৮	১৫	২৭
২	আগস্ট, ২০১৮	১৬	২৫
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১৬	৩১
৪	অক্টোবর, ২০১৮	৩০	৩৬
৫	নভেম্বর, ২০১৮	৩৮	৩৬
৬	ডিসেম্বর, ২০১৮	২২	৩৩
৭	জানুয়ারি, ২০১৯	৭৩	২৩
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	৩৬	৪১
৯	মার্চ, ২০১৯	৯৯	৭৯
১০	এপ্রিল, ২০১৯	৪১	৩৭
১১	মে,২০১৯	৬১	৪০
১২	জুন, ২০১৯	৬৫	৬৩
	মোট	৫১২	৪৭১

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০১৯

আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ২১৬ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৬৭ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করেছে। আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ৮৭,৩৩,৮৭৫ টাকা।

কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্টের বিধানগুলো প্রতিপালনে ‘এ’ শ্রেণীভুক্ত হলে, কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স কারখানা হিসেবে ধরা হয়। কমপ্লায়েন্স কারখানাগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ধারা এবং বিধি প্রতিপালন করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২১০৬ টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।

শ্রম আইন ও বিধিমালা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য মোট ৮৩২ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

নিয়োগবিধি অনুমোদন

বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধি অনুমোদন করে থাকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ২৬ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরি বিধি অনুমোদন করা হয়েছে।

নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নঃ

বাংলাদেশ সরকার ৪২টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন করছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা-১৪৯ মোতাবেক নিম্নতম মজুরী হারের কম হারে মজুরী প্রদান নিষিদ্ধ। এই ধারা বাস্তবায়নে ডাইফ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে কোন লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ করা হয়। তারপরও নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিশেষ কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)

শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য হেল্পলাইন চালু

শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন সেবা চালু করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। সারাদেশের কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকরা বিনা খরচে ১৬৩৫৭ নম্বরে ফোন করে তাদের কর্মস্থল, মজুরি, শ্রম সংশ্লিষ্ট যেকোন অভিযোগ জানাতে পারবেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে নতুন এই হেল্প লাইন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে টোল ফ্রি হটলাইন হিসেবে ১১ ডিজিটের লং কোড (০৮০০৪৪৫৫০০০) চালু ছিল কিন্তু হেল্প লাইন হিসেবে পাঁচ ডিজিটের নতুন শর্টকোড চালু হওয়ার পর শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তিতেও গতি সঞ্চার হয়েছে।

শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে হেল্পলাইন উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। (৩১ জানুয়ারি, ২০১৯)

শ্রম পরিদর্শন ডিজিটালাইজেশন

অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এজন্য ৬ মার্চ ২০১৮ "লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন" (লিমা) নামে একটি অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এটি একইসঙ্গে মোবাইল ও ওয়েবসাইট ভিত্তিক অ্যাপলিকেশন যার মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

ই-ফাইলিং-এ ১৯ বার শীর্ষস্থান অর্জন

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে এবং স্বল্প সময়ে জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলিং ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এটুআই প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং-এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৯ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বারো মাসের মধ্যে ১১ বার প্রথম স্থান লাভ করেছে ডাইফ।

অধিদপ্তর (ছোট ক্যাটেগরি ৩১টি) এর ই-নথি কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট (০১-৩১ মে, ২০১৯)

ক্রম	অফিসের নাম	ডাক		নথি			পত্রজারিতে নিষ্পন্ন নোট			পত্রজারির সংখ্যা
		গৃহীত	নিষ্পন্ন	স্ব-উদ্যোগে সৃর্জিত নোট	ডাক থেকে সৃর্জিত নোট	নোটে নিষ্পন্ন	আন্তঃ সিস্টেম	ইমেইল ও অন্যান্য	মোট	
১	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	১৬৯৬	১৯২৪	৫৬২	৭৪৮	১১৮২	২৩৫	১১৪	৩৪৯	৩৪৭
২	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	১১৯৪	১০৭৫	৬১৫	৩১৩	৫৮২	৩৫৩	২	৩৫৫	৩৫৮
৩	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর	৬৩৫	৯২৩	৬৮৫	২৯০	৪৩৭	১৯৯	২৫৫	৪৫৪	৪৫৪
৪	সরক ও জনপথ অধিদপ্তর	৮৩০	৮২২	৪১১	২৪৯	২৪৫	২৩৭	২৭	২৬৪	২৬৬
৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	১২৯৫	৯৯২	২২৭	৩০৬	৪৭৪	১৪১	১১	১৫২	২৫৭
৬	শ্রম অধিদপ্তর	৯২৫	৮১৭	৪০৯	২১৪	৪২১	১২১	৫৫	১৭৬	১৭৭
৭	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	৬৫৮	৬৩৮	২১৫	২৮৬	৩৩৬	৭৬	২৫	১০১	১০৪
৮	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	২১০	২৮৪	৪৩৭	৯০	২৯৭	৭৭	১৬১	২৩৮	২৪১
৯	মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	৩৩৩	১২৫৮	২৬৬	১০	২১	১৩০	১৩০	২৬০	২৬৮
১০	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১২২৩	১১১১	২২৮	৭৬	১৯৮	১২৯	৫	১৩৪	১৩৫

এটুআই প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং-এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বারো মাসের মধ্যে ১১ বার শীর্ষস্থান লাভ করেছে ডাইফ।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন

দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালন করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল এই দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, স্মরণিকা প্রকাশ, শিল্পঘন এলাকায় ট্রাক শো, সারাদেশে বিভিন্ন ধরনের পোস্টারিংসহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ ও স্থানসমূহ সজ্জিতকরণ এবং একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সহযোগিতা করে থাকে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপিসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর ও সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। (২৮ এপ্রিল ২০১৯)

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বীকৃতি প্রদান

দেশব্যাপী কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার' প্রবর্তন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে ১০টি পোশাক কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে পোশাক কারখানাসহ ও অন্যান্য সেক্টরের মোট ২৪টি কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯ উদযাপন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সঙ্গে 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার' প্রাপ্ত ২৪টি কারখানার প্রতিনিধিবৃন্দ। (২৮ এপ্রিল ২০১৯)

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট

ঈদ উৎসবকালীন পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের বেতন, ভাতা, ছুটি নিশ্চিত করাসহ যেকোন শ্রম অসন্তোষ নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর কমিটি কাজ করে থাকে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর কমিটির নির্দেশনায় ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও চট্টগ্রামের শ্রমঘন এলাকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের আওতাধীন আটটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ করে। কোর কমিটির সঙ্গে অধিনস্থ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলো সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করেন। শ্রম খাতে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শকগণ তা নিরসন করেন। উৎসবের পূর্বে কোনো শ্রমিকের ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধ রোধকরণেও ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলো কাজ করে।

সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)'র মাধ্যমে কারখানা সংস্কার

ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ তদারকির জন্য বাংলাদেশ সরকার গত ১৪ মে ২০১৭ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)-গঠন করে। এরই মধ্যে আরসিসির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, জনবল বাড়ানো হয়েছে। কারখানা ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি নিরাপত্তাসহ উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) যৌথভাবে ১৩১জন প্রকৌশলী নিয়োগ দিয়েছে। বর্তমানে আরসিসির মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আশুলিয়ায় শতভাগ সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্নকারী একটি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কেএম আলী আজম এবং ডাইফ-এর মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায় (৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯)

শিশুশ্রম নিরসন

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল ধরনের শ্রম থেকে শিশুদের মুক্ত করে ইতিবাচক পরিবর্তনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শাখার মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ইতোমধ্যে রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক কারখানা ও চিংড়ি শিল্প থেকে শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুশ্রম নিরসন করার জন্য মালিক, শ্রমিক এবং শিশু শ্রমিকদের অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সেক্টরগুলো হলো: অ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, কাঁচ, ট্যানারি, স্টোন ক্রাশিং, প্লাস্টিক, স্পিনিং, শিপব্রেকিং, তাঁত, সাবান ও সিল্ক।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) জনাব সাকিউন নাহার বেগম (১২ জুন ২০১৯)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন

শ্রমিক-মালিক, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজশাহী নগরীর তেরখাদিয়ায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI)-এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ১ নভেম্বর, ২০১৮ আন্তর্জাতিক মানের এ ইনস্টিটিউট-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ শেষ হবে জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে। শ্রমিক দুর্ঘটনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে এটিই প্রথম ইনস্টিটিউট। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান

পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় কর্মপরিবেশ উন্নয়নে গবেষণায় গুরুত্ব দেয়া হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)সহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম খাতে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পেশাগত রোগ সম্পর্কে গবেষণা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং শ্রমিকদের সচেতনতা বাড়াতে এ ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে এই ইনস্টিটিউট-পরিচালনার জন্য জনবলের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক (১ নভেম্বর, ২০১৮)

শ্রম পরিস্থিতি পরিবীক্ষণে ২৯ কমিটি

সরকার ঘোষিত বিভিন্ন সেক্টরের মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন ও দেশের শ্রম পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২৯টি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা ঘোষিত মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের বিষয় সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেন। কোন কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই বা চাকুরী চ্যুতির ঘটনা ঘটলে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করেন। এই কমিটির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য মালিকের সাথে আলোচনা করে প্রতিটি কারখানায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করেন। সামগ্রিক শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ:

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃত্ব সুরক্ষার জন্য শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ বাস্তবায়নসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

'Gender Equality and Women's Empowerment at Workplace'-প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তরসমূহের জন্য "Operational strategy to prevent and respond to Gender Based Violence and Gender Discrimination in the work place"-শীর্ষক স্ট্র্যাটিজি প্রণয়ন ও অনুমোদন।
- "Operational strategy to prevent and respond to Gender Based Violence and Gender Discrimination in the work place"-শীর্ষক স্ট্র্যাটিটিজির খসড়া বাংলা প্রস্তুত
- অনুমোদিত GBV স্ট্র্যাটিজি বাস্তবায়নে খসড়া Action Plan প্রস্তুত
- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে ১টি (ToT) প্রশিক্ষণ
- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে ট্রেনিং মডিউল প্রস্তুত
- গার্মেন্টস লেভেলে ১০২টি লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে এ্যাডভোকেসি সভা
- শিল্প পুলিশের সাথে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ে ১টি ওরিন্টেশন প্রোগ্রাম
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার অধিদপ্তরসমূহের সাথে GBV স্ট্র্যাটিজি বিষয়ে ১টি ও রিন্টেশন প্রোগ্রাম
- চা বাগানে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে ৩০টি এ্যাডভোকেসি সভা এবং
- চা বাগানে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে ২৫টি Social Behavioral Change Communication (SBCC) ট্রেনিং অনুষ্ঠিত
- চা বাগান ম্যানেজারদের কে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে Social Behavioral Change Communication (SBCC) ১টি ট্রেনিং অনুষ্ঠিত।
- বিজিএমইএ, চা মালিক সমিতি ও চামড়া শিল্প মালিক সংগঠনের সাথে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে ৩টি ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত।

'বাংলাদেশ টি এসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV) ও SRHR বিষয়ক অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম-এ বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (২৫ মে, ২০১৯)

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ

'DIFE আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প'-এর আওতায় ৯টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ ও আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের আরও ১৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ ও আধুনিকায়নের জন্য 'DIFE আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প' গত ৯ জুলাই, ২০১৯ একনেক-এ অনুমোদন লাভ করেছে।

বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচী

কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি পোশাক কারখানায় বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও বিশ্বব্যাংকের বেসরকারি উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত শাখা আইএফসি কর্তৃক পরিচালিত এই কর্মসূচিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি APA
(২০১৮-২০১৯) অনুযায়ী দপ্তরের অর্জন

ক্রমিক নং	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৭০%	৭৫%
০২	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২,০০০	২,১০৬
০৩	পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩২,০০০	৪৩,৪০১
০৪	পরিচালিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	সংখ্যা	৬০০	৮৩২
০৫	মামলা দায়ের	সংখ্যা	১,১০০	১,৪২৯
০৬	প্রদানকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৭,০০০	১৩,২৩৭
০৭	নবায়নকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	১৮,০০০	২৫,২২৭
০৮	সেইফটি কমিটি গঠন	সংখ্যা	১,০০০	১,০৯৫
০৯	ডে-কেয়ার সেন্টার/শিশুকক্ষ স্থাপন	সংখ্যা	৫০০	৫১২
১০	প্রশিক্ষণ ঘণ্টা (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	ঘণ্টা	২৬০	৪৬৪
১১	প্রশিক্ষণার্থী (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	সংখ্যা	৫০০	৪৮৩

জনবলের পরিসংখ্যান

প্রথম শ্রেণির জনবল				
পদের নাম	**মঞ্জুরীকৃত পদ**	**কর্মরত**	**মোট শূন্য পদ**	**মন্তব্য**
মহাপরিদর্শক	১	১	০	
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক	১	১	০	
যুগ্ম-মহাপরিদর্শক	৪	৪	০	
উপমহাপরিদর্শক	২৭	৯	১৮	
সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)	৯৬	৪০	৫৬	
সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	৪১	১০	৩১	
সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)	৪১	২৪	১৭	
মোট পরিদর্শক	**২১১**	**৮৯**	**১২২**	
পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	০	
গ্রন্থাগারিক	১	০	১	
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা	১	১	০	
আইন কর্মকর্তা	১	১	০	
১ম শ্রেণিতে মোট	**২১৫**	**৯২**	**১২৩**	
দ্বিতীয় শ্রেণির জনবল				
পদের নাম	**মঞ্জুরীকৃত পদ**	**কর্মরত**	**মোট শূন্য পদ**	**মন্তব্য**
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)	২৪৮	১৬৮	৮০	
শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	৫৮	৩৪	২৪	
শ্রম পরিদর্শক (সেফটি)	৫৮	১৭	৪১	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০	
দ্বিতীয় শ্রেণিতে মোট	**৩৬৫**	**২২০**	**১৪৫**	
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল				
			শূন্য পদ	
পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত	মোট শূন্য পদ	মন্তব্য
তৃতীয় শ্রেণির জনবল	২০৬	১৪৫	৬১	
চতুর্থ শ্রেণির জনবল	২০৭	১৯৬	১১	১৬২ (আউট সোর্সিং)
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির মোট	**৪১৩**	**৩৪১**	**৭২**	

কর্মরত নারী	সংখ্যা
১ম শ্রেণির নারী পরিদর্শক	১৪
দ্বিতীয় শ্রেণির নারী পরিদর্শক	৪৭
তৃতীয় শ্রেণির কর্মরত নারী	৩৪
চতুর্থ শ্রেণির কর্মরত নারী	২৩
মোট কর্মরত নারী	১১৮

এক নজরে অধিদপ্তরে কর্মরত সর্বমোট জনবল

১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণিতে মোট কর্মকর্তা/কর্মচারী	জনবল (সংখ্যা)
মোট পরিদর্শক (প্রথম শ্রেণী: ৮৯, দ্বিতীয় শ্রেণী ২১৯)	৩০৮
১ম শ্রেণির অন্যান্য কর্মকর্তা	৩
২য় শ্রেণির প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১
৩য় শ্রেণি কর্মচারী	১৪৫
৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী	১৯৬
সর্বমোট জনবল	৬৫৩

বিভিন্ন শ্রেণি কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নারী-পুরুষের অনুপাত

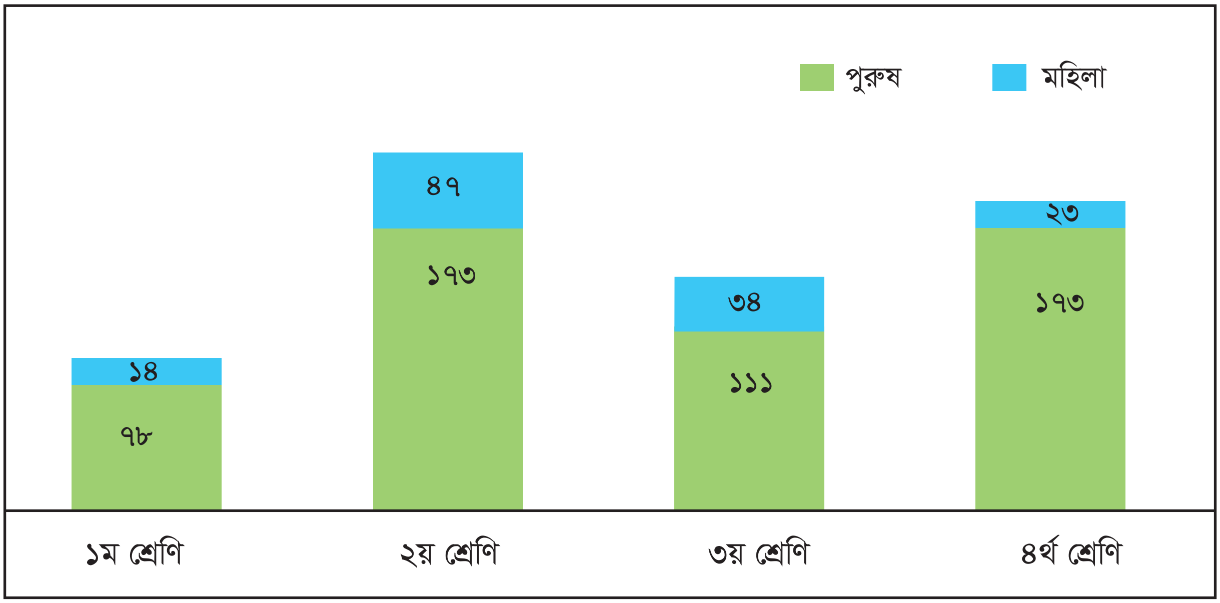

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	৩৬	৫৫২
ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৪	৪৮৩
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	-	৪২
সেমিনার/ওয়ার্কশপ	১৪৪ (তন্মধ্যে ১৩৮ টি Gender Based Violence প্রজেক্টের আওতায়)	৬,৯৮৮ (তন্মধ্যে ৬,৭৬০ জন Gender Based Violence প্রজেক্টের আওতায়)

সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত একটি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম

পটভূমি

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেইফটি ইন বাংলাদেশ (ACCORD) ও অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেইফটি (ALLIANCE) নামক দুটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্য প্রতিষ্ঠান বা দেশগুলোতে পোশাক সরবরাহকারী কারখানাগুলোকে মূল্যায়ন করে। অবশিষ্ট কারখানগুলোর মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক সমর্থিত জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ)-এর মাধ্যমে যার অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য সরকার।

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া প্রাথমিক মূল্যায়নের সমাপ্তি ঘটে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে। উক্ত সময়ে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগ ৩৭৮০টি কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। এরমধ্যে অ্যাকর্ড ১৫০৫টি, অ্যালায়েন্স ৮৯০টি (অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স যৌথভাবে ১৬৪টি) এবং জাতীয় উদ্যোগ ১৫৪৯টি কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে।

২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক মূল্যায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর কারখানাগুলোর সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের উপর বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বারোপ করে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখিত সুপারিশ এবং সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা (ক্যাপ) অনুযায়ী কারখানার মালিকদের সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কার কাজ সমন্বয় কেন্দ্র গঠন করা হয়।

রূপকল্প: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এর অধীনে একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে বিকশিত হওয়া।

লক্ষ্য: টেকসই সংস্কার কাজের মাধ্যমে তৈরি পোশাক কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য:

- জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কার কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ
- অ্যাকর্ড/অ্যালায়েন্স-এর হস্তান্তরিত কারখানাসমূহের সংস্কার তদারকি করা
- নতুন কারখানাসমূহের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- কারখানাসমূহের সংস্কার কাজ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও আস্থা নিশ্চিত করা

আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানা:

জাতীয় উদ্যোগের আওতায় আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানার সংখ্যা ১৫৪৯টি এবং কারখানারসমূহের জেলা পর্যায়ের বিভাজন নিম্নরূপ: ঢাকা জেলাতে ৬৪৮টি, নারায়ণগঞ্জ জেলাতে ২৯৯টি, গাজীপুর ৩৭২টি, চট্টগ্রাম ১৯৩টি এবং অন্যান্য জেলাতে ৩৭টি কারখানা অবস্থিত। জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ১৫৪৯টি কারখানার বর্তমান অবস্থা নিম্নের ছকে প্রদর্শন করা হলো:

টেবিল: জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ১৫৪৯ টি কারখানার বর্তমান তথ্য

জেলা	মোট কারখানা	বন্ধ	অন্যত্র স্থানান্তর	ইপিজেডের অন্তর্ভুক্ত	অ্যাকর্ড/ অ্যালায়েন্সে অন্তর্ভুক্ত	সংস্কার কার্যক্রম ফলোআপ করা হচ্ছে
ঢাকা	৬৪৮	৩১২	৩১	০	৬১	২৪৪
নারায়ণগঞ্জ	২৯৯	১১৮	২৮	২	২০	১৩১
গাজীপুর	৩৭২	১০০	১৯	০	৬৯	১৮৪
চট্টগ্রাম	১৯৩	৫৮	৪	৯	০৩	১১৯
অন্যান্য জেলা	৩৭	১০	০	১	০৭	১৯
মোট	১৫৪৯	৫৯৮	৮২	১২	১৬০	৬৯৭

এছাড়া, অ্যাকর্ড থেকে আরসিসিতে হস্তান্তরিত কারখানা ১০০টি, অ্যাকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ১২৩টি, অ্যাকর্ড-এর রেড বিল্ডিং ৫৮টি, অ্যালায়েন্স থেকে স্থগিত করা ১৮০টি, অ্যালায়েন্সের সংস্কার সম্পন্ন কারখানা ৪৬৩টি এবং অ্যালায়েন্সের অবশিষ্ট কারখানা ৮৩টি। মোট ১০০৭টি অতিরিক্ত কারখানা আরসিসির আওতায় এসেছে। বর্তমানে, সর্বমোট ২৫৫৬টি কারখানা আরসিসিতে ন্যস্ত আছে।

সংস্কার প্রক্রিয়া:

আরসিসির আওয়াতাধীন কারখানাসমূহকে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ:

আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিনে কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তাজনিত ক্যাপ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সংস্কার কাজ সম্পন্নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রইং অনুমোদনের জন্য জমা দানে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন:

অধিকাংশ কারখানার সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ড্রইং/ডিজাইন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়। বিশেষত ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিতি কারিগরি মূল্যায়ন (DEA) সুপারিশ করা হয়। প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রইং আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনের জন্য টাস্কফোর্সে উত্থাপন করা হয়। অতঃপর, টাস্কফোর্সের অনুমোদিত ডিজাইন/ড্রইং যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সংস্কার কাজ ত্বরান্বিতকরণ:

যদি কোন কারখানা বা ভবনে সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি পরিলক্ষিত না হয়, তখন সেই কারখানাসমূহের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য Escalation Protocol অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আরসিসি'র রিসোর্স:

জনবল:

সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন, নিয়মিত তদারকির জন্য সর্বমোট ২৩৯ জনবল আরসিসিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে। যার মধ্যে ১৩১ জন প্রকৌশলী, আইএল ও আরএমজি প্রকল্প হতে ১৪ জন (৩ জন প্রকৌশলী, ৪ জন কর্মকতা এবং ৭ জন সার্পোটিং স্টাফ), সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৩ জন (৫৪ জন প্রকৌশলী মাঠপর্যায়ে কর্মরত, ৬ জন প্রকৌশলী ডিজাইন টিমে কর্মরত), আইএলও'র সহায়তায় ব্যুরো ভেরিটাস হতে রয়েছে ৫৪ জন যার মধ্যে (৪৭ জন প্রকৌশলী এবং ৭ জন কর্মকর্তা) এবং ডাইফ হতে ১০৭ জন (৪ জন জেলা পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শক, ২১ জন প্রকৌশলী ও ৮০ জন কেস হ্যান্ডলার)। এছাড়াও সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে আরসিসির সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

প্রশিক্ষণ: আরসিসি প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ডাইফ, বুয়েট, আইএলও, অ্যাকর্ড, ব্যুরোভেরিটাস বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করে আসছে।

রিভিউ প্যানেল:

ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি পর্যালোচনা পরিষদ বা রিভিউপ্যানেল গঠন করা হয়েছে। পর্যালোচনা পরিষদে রয়েছে বুয়েটের দুইজন অধ্যাপক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং উক্ত কমিটিতে সভাপতিত্ব করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক।

টাস্কফোর্স:

ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স মূলত ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তাজনিত ড্রইং/ডিজাইন বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী পর্যালোচনা করে অনুমোদন করে থাকে। টাস্কফোর্সে রয়েছে ডাইফ, বুয়েট, রাজউক/সিডিএ, সিইআই, ফায়ার সার্ভিসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

আরসিসি'র অগ্রগতি:

কারখানা পরিদর্শন:

২০১৫ সালের প্রাথমিক মূল্যায়নের পর জুলাই-২০১৮ পর্যন্ত ডাইফের শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন কারখানাসমূহ ১৪০০০ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরসিসি'র প্রকৌশলীদের দ্বারা অত্যন্ত কম সময় ও দক্ষতার সাথে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় উদ্যোগের ৭৪৫টি কারখানা মোট ৪২৫৯বার পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও, আরসিসিতে নিয়োজিত প্রকৌশলী কর্তৃক অ্যাকর্ডের হস্তান্তরিত ৮১টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

ক্যাপ ফলোআপ অগ্রগতি:

আরসিসি কার্যক্রম গ্রহণের পর জুন, ২০১৯ পর্যন্ত কারখানার ভবনের কাঠামোগত ৩০২৮টি ত্রুটির (Non Compliance) মধ্যে ১১৫০টি ত্রুটি সংস্কার সম্পাদন করা হয়েছে, বৈদ্যুতিক ১৯২৫৭টি ত্রুটির মধ্যে ৭৫১১টি এবং অগ্নি সংক্রান্ত ১৩৯৯৯টি ত্রুটির মধ্যে ৪৭৬০টির সংস্কার সম্পাদন করা হয়েছে।

ড্রয়িং ডিজাইন অগ্রগতি:

সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বমোট ৯০৬টি কারখানার ড্রয়িং/ডিজাইন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৭০০টি কারখানার ড্রয়িং/ডিজাইন আরসিসির প্রকৌশলী কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ড্রয়িং/ডিজাইনের পর্যালোচনা ও অগ্রগতি টেবিল-২ এ প্রদর্শন করা হলো।

কাঠামোগত টাস্কফোর্স:

কাঠামোগত সংস্কার কাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ২৯২টি DEA/ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৩৫টি কারখানার DEA/ড্রয়িং ও ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২১৮টি কারখানার DEA/ড্রইং ও ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক টাস্কফোর্স:

সংস্কার কাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩২৬টি ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৯৫টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩০টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

অগ্নি বিষয়ক টাস্কফোর্স:

সংস্কার কাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ২৮৮টি ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৩৮টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৮৪টি কারখানার ফায়ার

ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল: ১৫৪৯টি কারখানার জমাকৃত ডিইএ/ডিজাইন/ড্রইং তথ্য

জেলা	বর্তমানে মোট সক্রিয় কারখানা	ডিইএ/ডিজাইন/ড্রইং বাস্তবায়নের অনুমতি প্রদানের জন্য জমা পড়েছে (সংখ্যা)			ডিইএ/ডিজাইন/ড্রইং পরীক্ষা করে সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে (সংখ্যা)			ডিইএ/ডিজাইন/ড্রইং বাস্তবায়নের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে (সংখ্যা)		
		স্ট্রাকচারাল ডিইএ/ ডিজাইন/ ড্রইং	ফায়ার (ডিজাইন)	ইলেকট্রিক্যাল (ডিজাইন)	স্ট্রাকচারাল ডিইএ/ ডিজাইন/ ড্রইং	ফায়ার (ডিজাইন)	ইলেকট্রিক্যাল (ডিজাইন)	স্ট্রাকচারাল ডিইএ/ ডিজাইন/ ড্রইং	ফায়ার (ডিজাইন)	ইলেকট্রিক্যাল (ডিজাইন)
ঢাকা	২৪১	৯৬	১১০	১২১	৭৩	৬৮	৫০	১৫	১৪	৩৯
নারায়ণগঞ্জ	১৩১	৫৯	৫৬	৬৫	৪৩	৪২	২৫	৮	৭	২০
গাজীপুর	১৮৩	৮২	৬৯	৭০	৬৩	৪৪	২৭	৬	৯	১৯
চট্টগ্রাম	১২৪	৫০	৫১	৬৩	৩৫	৩০	২৮	৬	৭	১৬
অন্যান্য জেলা	১৮	৫	২	৭	৪	০	০	০	১	১
মোট	৬৯৭	২৯২	২৮৮	৩২৬	২১৮	১৮৪	১৩০	৩৫	৩৮	৯৫

সার্বিক অগ্রগতি:

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সংস্কার কাজের ৫০% বা এর চেয়ে কম অগ্রগতি হয়েছে ৩৭৫টি কারখানার, ৫০%-৭০% অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে ৮০টি কারখানা এবং ৭৫টি কারখানার ৭০%-এর বেশি অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, কাঠামোগত সংস্কার কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে ১৮টি কারখানার। আরসিসি প্রকৌশলীদের নিয়মিত পরিদর্শন এবং ডাইফের নিবিড় তদারকির ফলশ্রুতিতে সংস্কার কাজে অগ্রগতি দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ৫৯৮টি কারখানা কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে এবং ৮২টি কারখানা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৩৮%।

এছাড়াও, Escalation Protocol-এর আওতায় এপর্যন্ত ২১৫টি কারখানার Utilization of Declaration (UD) বন্ধের জন্য বিজিএমইএ/বিকেএমই একে অনুরোধ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫১টি কারখানার ইউডি বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ। এছাড়াও, ইউডি বন্ধের জন্য আরসিসি কর্তৃক ১৫৫টি কারখানার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

আরটিএম: সংস্কার কাজে স্বচ্ছতা ও আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে অনলাইন রিমেডিয়েশন ট্র্যাকিং মডিউল (RTM) ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কারখানার বর্তমান অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট দৃশ্যমান হয়েছে।

আরসিসি'র চ্যালেঞ্জসমূহ:

- জাতীয় উদ্যোগের বেশিরভাগ কারখানাই ছোট পরিসরের
- বেশিরভাগ কারখানা ভাড়া বাড়ি বা ভবনে অবস্থিত এবং সাব কন্ট্রাকটে কাজ করছে
- একই ভবনে একাধিক প্রতিষ্ঠান/কারখানা
- আর্থিক অসচ্ছলতা, অসচেতনতা ও সংস্কার কাজের প্রতি অনাগ্রহ
- বেশিরভাগ কারখানার বিদেশি ক্রেতা না থাকায় সংস্কার কাজের প্রতি অনীহা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- আরসিসির ডিজাইন/ রিপোর্ট রিভিউ টিমকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে আরসিসিকে শক্তিশালীকরণ
- কারখানা/ভবন মালিক ও তালিকাভুক্ত কনসাল্টিং ফার্মের প্রতিনিধিবৃন্দের সংস্কার কাজে উৎসাহিতকরণের জন্য সেমিনার/ওয়ার্কসপের আয়োজন করা।
- সংস্কার কাজের সময়ানুপাতিক অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

চলমান প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১। প্রকল্পের শিরোনাম : **Gender Equality and Women's Empowerment at Work Place**

২। প্রকল্পের মেয়াদকালঃ : জুলাই, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

৩। প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ : ৫৪৮.৮৭ লক্ষ টাকা;

ইউএনএফপিএ ফান্ড-৪৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা

জিওবি-৬০.৪৩ লক্ষ টাকা

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) লিঙ্গা সমতাকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের উন্নতি ।

(খ) লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা হ্রাসকরণ।

(গ) কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য যৌন হয়রানি রোধকরণ।

(ঘ) প্রজনন স্বাস্থ্য ও যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি

(ঙ) HIV/AIDS রোগ সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি

৫। প্রকল্পের এলাকা/আওতা : ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানঃ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৭। ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির বিবরণঃ

- ১ টি (ToT) প্রশিক্ষণ
- গার্মেন্টস লেভেলে ১০২ টি এ্যাডভোকেসি সভা
- শিল্প পুলিশের সাথে ১ টি ওরিন্টেশন প্রোগ্রাম
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার অধিদপ্তর সমূহের সাথে ১ টি ওরিন্টেশন প্রোগ্রাম
- চা বাগানে ২৫ টি এ্যাডভোকেসি সভা এবং
- ৩০ টি Social Behavior Change Communication (SBCC) ট্রেনিং
- GBV স্ট্র্যাটিজি প্রণয়ন ও অনুমোদন
- খসড়া GBV স্ট্র্যাটিজি Action Plan প্রস্তুত
- GBV স্ট্র্যাটিজি ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ

৮। সংশোধিত এডিপি (২০১৮-১৯) বরাদ্ধ এবংঃ ১২৪.০০ লক্ষ টাকা

৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যায় অর্থের পরিমাণ ও শতকরা হারঃ ১০৫.৩০ লক্ষ টাকা (৮৪.৯২%)

১। প্রকল্পের শিরোনাম : জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NOHSRTI) স্থাপন প্রকল্প

২। প্রকল্পের মেয়াদকালঃ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ খ্রিঃ

৩। প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ : ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা;

জিওবি- ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে শ্রমিক ও সকল পক্ষকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা এবং এ বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমকিদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- দেশের শিল্প কারখানাসমূহের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

৫। প্রকল্পের এলাকা/আওতা: তেরখাদিয়া, রাজশাহী

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৭। ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত কাজের অগ্রতির বিবরণঃ

- **নির্মাণ কাজের অগ্রগতি :**

SI. No.	Description of items	Progress
1	Construction of Administration Building (4 storied)	Pile work(359 out of 375)
2	Construction of Male Hostel Building (6 storied)	Pile work, Earth cutting, Footing Casting, 1st floor casting(Ongoing)
3	Construction of Female Hostel Building (6 storied)	Pile work, Earth Cutting, Footing casting, 1st floor casting(Ongoing)
4	Construction of Bachelor Quarter (6 storied)	Pile work, Earth Cutting, Footing casting
5	Construction of Faculty Quarter (6 storied)	Pile work, Earth Cutting, Footing casting (17 out of 19)
6	Construction of Teacher's Quarter (6 storied)	Pile work, Earth Cutting, Footing casting(7 out of30)
7	Construction of DG's Bungalow (2 storied)	Pile work, Earth Cutting, Footing casting, 1st floor casting (70%)
8	Construction of Inspection Bungalow (3 storied)	Not started
9	Construction of 3rd& 4th Class Employee's Quarter(6 storied)	Pile work, Earth Cutting, Footing casting

- সিঙ্গাপুরে একটি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

৮। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ মোট: ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে রাজস্ব খাতে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ২২০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়: মোট ২১৬৯.৫৯ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে রাজস্ব খাতে ৭৭.৬৮ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ২০৯১.৯১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি: ৮৬.৭৮%

১। প্রকল্পের শিরোনাম : রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প

২। প্রকল্পের মেয়াদকালঃ : জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ (১ম সংশোধিত)

৩। প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ : মোট: ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) (মূল ৮৮৪.৪৯ লক্ষ টাকা)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল-এ ন্যাস্ত ৭৪৫ টি অ্যাসেসড গার্মেন্টস কারখানার কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থার রিমিডিয়েশন কার্যক্রম;
- কারখানার অগ্নিসংক্রান্ত ঝুঁকি নিরুপনের নিমিত্তে ক্যাপ ফলোআপ;
- কারখানার বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নিরুপনের নিমিত্তে ক্যাপ ফলোআপ;
- কারখানার নিরাপত্তা জন্য রিমিডিয়েশন কাজের তদারকি করা।
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্তে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করা।

৫। প্রকল্পের এলাকা/আওতা : ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানঃ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৭। ৩০ জুন,২০১৯ পর্যন্ত কাজের অগ্রতির বিবরণঃ

৬০ জন প্রকৌশলী দ্বারা NI কারখানাগুলোতে মোট ৪৭৭২ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে অ্যাসেসকৃত ক্যাপ ফলোআপ পূর্বক ক্যাপ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৩৮ %।

আরসিসিতে ন্যাস্ত পূর্বে অ্যাসেসকৃত NI কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

	Structural	Electrical	Fire	Over all Improvement
Total CAP	3028	19257	13999	38%
Completed	1099	7305	4279	
Improvement (%)	36%	38%	31%	

দাখিলকৃত ডিজাইন/ড্রইং এর বর্তমান অগ্রগতি:

ডিজাইনের ধরণ	কারখানা কর্তৃক ডিজাইন জমার লক্ষ্য	অদ্যাবধি জমাকৃত ড্রইং, ডিজাইন এর সংখ্যা	অদ্যাবধি রিভিউকৃত ডিজাইন এর সংখ্যা	টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদনের সংখ্যা	শতভাগ সংস্কার কাজ সম্পন্ন কারখানার সংখ্যা
স্ট্রাকচারাল	৭০৭	২৭০	২৩৬	৩২	১৭
ফায়ার	৭০৭	২৬৪	১০০	১৫	চলমান
ইলেক্ট্রিক্যাল	৭০৭	৩০৮	১৭০	৮৭	চলমান
মোট	২১২১	৮৩৪	৫০৬	১৩৪	

৮। সংশোধিত এডিপি (২০১৮-১৯) বরাদ্ধ এবংঃ ৮৮৪.০০ লক্ষ টাকা

৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যায় অর্থের পরিমান ও শতকরা হারঃ ৬৯৮.০৮ লক্ষ টাকা (৭৮.৯৬%)

প্রকল্পটি সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১। প্রকল্পের শিরোনাম : Strengthening Labour Inspection System of Bangladesh including OSH, communication, knowledge management and gender.

২। প্রকল্পের মেয়াদকাল : ডিসেম্বর, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

৩। প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ : ৮,৫৮,৮৫,৭৫৫ টাকা (কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য এবং আইএলও এর সহায়তা)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : স্বচ্ছ, কার্যকর এবং জেন্ডার সংবেদনশীল শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৫। প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলী:

- শ্রম পরিদর্শন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) চূড়ান্তকরণ।
- শ্রম পরিদর্শকগণকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য টেকসই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন।
- পরিদর্শনে দক্ষতা আনয়নের জন্য জেন্ডার পরিদর্শন, যোগাযোগ দক্ষতা, তথ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় টুলস প্রস্তুতকরণ এবং হালনাদকরণ।
- শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি স্ট্যান্ডার্ড পর্যালোচনা, জাতীয় প্রোফাইল ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ে OSH ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।
- তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা নির্বিঘ্ন করার জন্য সাপোর্ট সিস্টেম চালু।
- শ্রম পরিদর্শকগণকে তথ্য, উপাত্ত ও আধুনিক টুলস-এর মাধ্যমে সমৃদ্ধকরণ।
- ডাটাবেজ-এ সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ।
- কর্মকর্তাগণের তথ্য ও উপাত্ত হালনাগাদকরণ।
- সেইফটি কমিটি গঠন এবং কার্যকর করার জন্য ডাইফ-এর নিয়মিত প্রতিবেদন ব্যবস্থা চালু।
- পেশাগত দুর্ঘটনা, রোগ ও আহত শ্রমিকদের তথ্যসংবলিত নিয়মিত প্রতিবেদন ব্যবস্থা।
- লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (লিমা) এর সঙ্গে সমন্বয় করে ডাইফ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালু।
- কারখানার সংস্কারের অগ্রগতির সুষ্ঠু রিপোটিং পদ্ধতি প্রবর্তন।
- তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে ডাইফের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- জেন্ডার সংবেদনশীল শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু।
- শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার শতভাগ ডিজিটালাইজেশন।

বৈশ্বিক অংশীজনদের সাথে অধিদপ্তরের কার্যক্রম

কর্মক্ষেত্রে শোভন পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিতকল্পে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সঙ্গে কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ডেনমার্ক, জিআইজেড উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও):

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র সহযোগিতায় সম্পাদিত কিছু কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাধীন রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এ নব নিযুক্ত ৬০ জন প্রকৌশলীকে ক্যাপ ফলোআপ বিষয়ক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আরসিসি'র কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ২২ জন প্রকৌশলীকে রিমিডিয়েশন ট্র্যাকিং মডিউল (আরটিএম) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ডাইফ এবং আরসিসি'র প্রকৌশলীগণকে Industrial Safety Regulation বিষয়ক বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- আরসিসির কাজকে বেগবানকরণের লক্ষ্যে গত ১৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে আইএলও এবং বুরো ভেরিটাস এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- আরসিসি প্রকল্পে সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য সহযোগিতা প্রদান।
- আরসিসি'র কাজ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মালিক প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে নিয়মিত সভা আয়োজন।
- RCC Operation বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন।
- ৬০০ কপি RCC Kit মুদ্রণ করা হয় যা ঢাকা, গাজীপুর, নারয়ণগঞ্জ কার্যালয়ে সরবরাহের জন্য প্রেরণ করা হয়।
- আরসিসি বিজনেস প্রসেস এর জন্য কনসালট্যান্ট নিয়োগ।
- স্ট্র্যাকচারাল, ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক্যাল টাস্কফোর্সকে লজিস্টিকস এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান।
- উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর সাথে মাসিক মতবিনিময় সভা আয়োজন।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯ উদযাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৪ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার প্রদানে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- পাঁচ বছরের (২০১৪-২০১৮) Labour Inspection Report প্রণয়ন।
- ১১টি ব্যাচে ডাইফ-এর বিভিন্ন স্তরের মোট ২৮০জন পরিদর্শককে লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (লিমা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং একটি লিমা রিভিউ ওয়ার্কশপ আয়োজন।
- Complaint Management শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন।
- জেন্ডার রোডম্যাপ প্রণয়নে সভা আয়োজন।
- OSH Profile চূড়ান্তকরণ এবং OSH Council কর্তৃক অনুমোদন।
- সেইফটি কমিটি বিষয়ক পরিদর্শন চেকলিস্ট-প্রণয়নের জন্য একটি দুইদিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি বিষয়ক পরিদর্শন চেকলিস্ট-এর খসড়া প্রণয়ন।
- DIFE SoP সংশোধন ও হালনাগাদকরণ।
- অধিদপ্তরের হেল্পলাইন ১৬৩৫৭ পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান।
- শিপ ব্রেকিং শিল্প পরিদর্শন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা পরিদর্শন, প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন (ব্যাংক, বীমা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), দোকান ও সুপার শপ বিষয়ক পরিদর্শন বিষয়ক চারটি চেকলিস্ট পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার।
- ডাইফ-এর দুইজন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার জন্য আইটিসি, আইএলও (ইতালি)-তে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ডাইফ-এর একজন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় শিশুশ্রম বিষয়ক Knowledge Sharing কর্মশালায় প্রেরণ।

স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর কো-অপারেশন প্রজেক্ট, ডেনমার্ক-বাংলাদেশ:

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর কো-অপারেশন প্রজেক্ট, ডেনমার্ক-বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় সম্পাদিত কিছু কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১২ জন পরিদর্শককে ডেনমার্কে ছয় সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডেনমার্ক-এর সহযোগিতায় পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুতকৃত অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেনশন, কেমিক্যাল সেইফটি, মেশিনারি সেইফটি ও আর্গোনোমিক্স বিষয়ক চারটি ন্যাশনাল গাইডলাইন OSH কাউন্সিলের মাধ্যমে অনুমোদন।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য DWEA-DIFE মাস্টার ট্রেনিং সম্পন্নকরণ।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ডেনমার্ক সহায়তায় ডাইফ-টু-ডাইফ প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে।
- শ্রম সচিব, ডাইফ মহাপরিদর্শক, আইএলও, জিআইজেড-এর সমন্বয়ে OSH ইন্সটিটিউট, এমপ্লই ইন্স্যুরেন্স স্কীম, লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) বিষয়ে স্ট্র্যাটেজিক সভা আয়োজন।
- ডাইফ-এর মাস্টার ট্রেইনারাদের নিয়ে প্রাইভেট সেক্টরের জন্য বয়লার সেইফটি বিষয়ক সেমিনার আয়োজন।
- ডাইফ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং অংশীজনের সমন্বয়ে ফায়ার সেইফটি বিষয়ক সেমিনার আয়োজন।
- ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে অধিদপ্তরের চারজন কর্মকর্তাকে স্কলারশিপ প্রদানের মাধ্যমে ডেনমার্কে দুই বছরের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডেনমার্কের স্কলারশিপ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।
- ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ডাইফের নতুন তিনজন কর্মকর্তাকে স্কলারশিপের মাধ্যমে দুই বছরের মাস্টার্স অধ্যয়নের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এই প্রোগ্রাম শুরু হবে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে।

জার্মান ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (জিআইজেড):

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জার্মানির দাতা সংস্থা জিআইজেড-এর সহযোগিতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- জিআইজেড-এর ব্যবস্থাপনায় ২০১৮-এর অক্টোবরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ০৩ সদস্যের একটি দল কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে অনুষ্ঠিত একটি কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর বাস্তবায়নাধীন ডিজিটাল শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা 'লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা)' এবং 'ডাইফ আপগ্রেডেশন' নিয়ে প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হয়। সম্মেলনে পাকিস্তান ও কম্বোডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ৪০টি পোশাক কারখানার সঙ্গে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসকল কারখানায় OSH ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি কাজ করছে। ইতোমধ্যে আরও ৬০টি তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্প কারখানায় এই পদ্ধতিতে কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)

ডিজিটালাইজেশন তথা সেবা সহজীকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম সাফল্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) কে বাস্তবে রূপায়ন। এটি একটি অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজ যেমন: পরিদর্শন, পরিদর্শন পরবর্তী নোটিশ প্রেরণ, শ্রম আদালতে মামলা দায়ের, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পাদন করা যায়। লিমা মূলত দুই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। একটি হলো- ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, অপরটি- মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। ফলে লিমা অ্যাপকে কম্পিউটারের পাশাপাশি মোবাইল ফোন বা ট্যাব-এ ব্যবহার করা যায়।

২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ০৬ মার্চ লিমা উদ্বোধন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে অধিদপ্তরের গাজীপুর উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এই অ্যাপ চালু করা হয় এবং পরিদর্শকগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জানুয়ারি, ২০১৯ হতে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় লিমা-এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করে। জানুয়ারি, ২০১৯ মাসে লিমার মাধ্যমে সারা দেশে পরিদর্শন সংখ্যা ছিল মাত্র ২০৩ টি । কিন্তু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ৫ সদস্যের লিমা সাপোর্ট টিম গঠন ও পরিদর্শকগণের জন্য দেশব্যাপী লিমা রিফ্রেশার্স ট্রেনিং শুরু করায় এই অ্যাপের মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শন ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনে গতি এসেছে। আগস্ট, ২০১৯-এ লিমার মাধ্যমে সারা দেশে পরিদর্শন সংখ্যা ১০৮২টি।

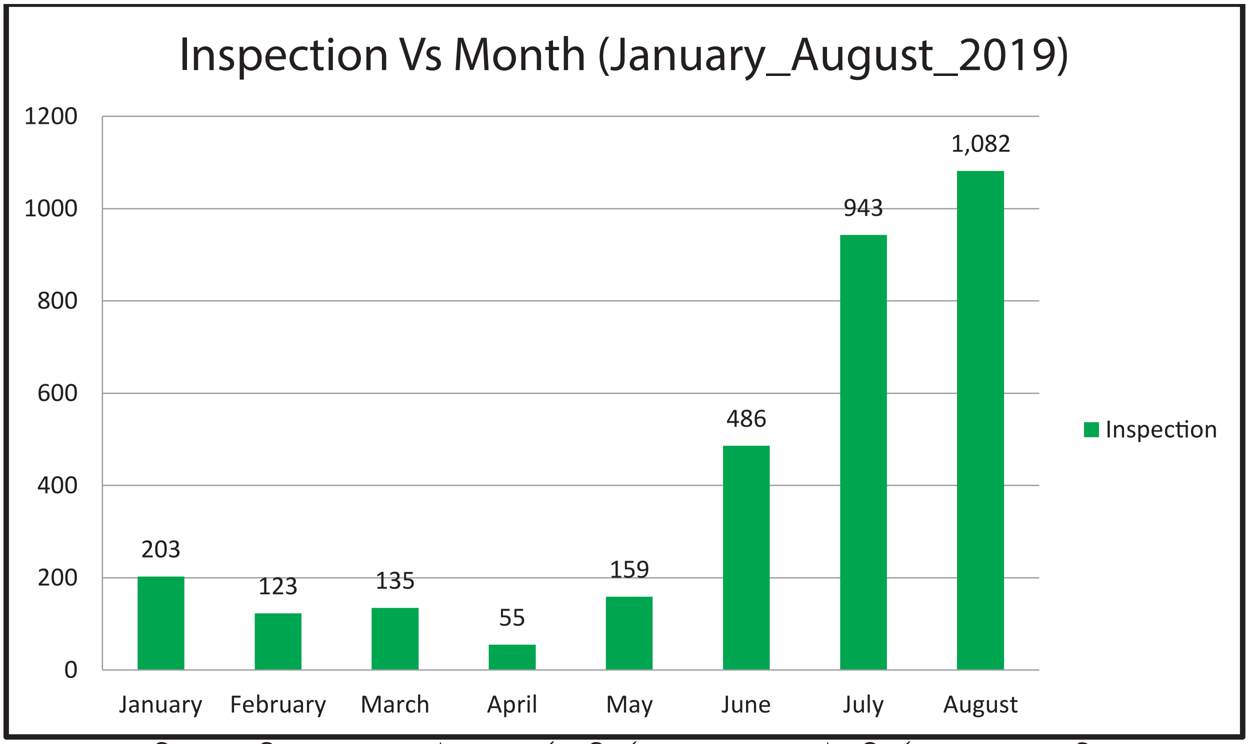

চিত্র: জানুয়ারি, ২০১৯ হতে আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত পরিদর্শনের সারসংক্ষেপ (মোট পরিদর্শন সংখ্যা= ৩,১৮৬টি)

অধিদপ্তরের http://lima.dife.gov.bd সাইটে লগইন করে পরিদর্শকগণ লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম (সিডিউল সাবমিট, নিয়মিত পরিদর্শন, বিশেষ পরিদর্শন, ক্যাপ তৈরী, নোটিশ প্রস্তুত, নোটিশ প্রেরণ, মামলা দায়ের ইত্যাদি) করতে পারেন। উপমহাপরিদর্শকগণ সিডিউল সাবমিট করে লিমার মাধ্যমে মহাপরিদর্শক মহোদয়ের অনুমোদন নিয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। তাছাড়া কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের মালিক/কর্তৃপক্ষগণ তাদের কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের লাইসেন্স গ্রহণ, লাইসেন্স নবায়ন, লে-আউট নকশা অনুমোদন এর আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকানের সেইফটি কমিটি গঠনের নোটিশ, দুর্ঘটনার নোটিশ প্রেরণ করতে পারবেন।

খুলনায় LIMA Refreshers' Training উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। (১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

শ্রমিক/কর্মচারীগণ কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা, বকেয়া মজুরি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদান, প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা না পাওয়া ও চাকুরি সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ এই অ্যাপের মাধ্যমে করতে পারবেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকসহ পদস্থ কর্মকর্তাগণ এই অ্যাপ-এর মাধ্যমে দপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করতে পারবেন। অ্যাপটি বাস্তবায়নে কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং নেদারল্যান্ডের আর্থিক সহায়তায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে অ্যাপটি বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্যবহার করা যায়।

LIMA Refreshers' Training -এ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম। (১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

লিমার ব্যবহার ডাইফের কাজসমূহকে স্বচ্ছ ও কার্যকর করতে সহায়তা করছে। কারখানার লাইসেন্স প্রদান, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, লে-আউট পরিবর্তন ইত্যাদি সেবাকে সহজলভ্য করেছে এই অ্যাপ। বর্তমানে লিমাতে ০৪ (চার) টি মডিউল আছে।

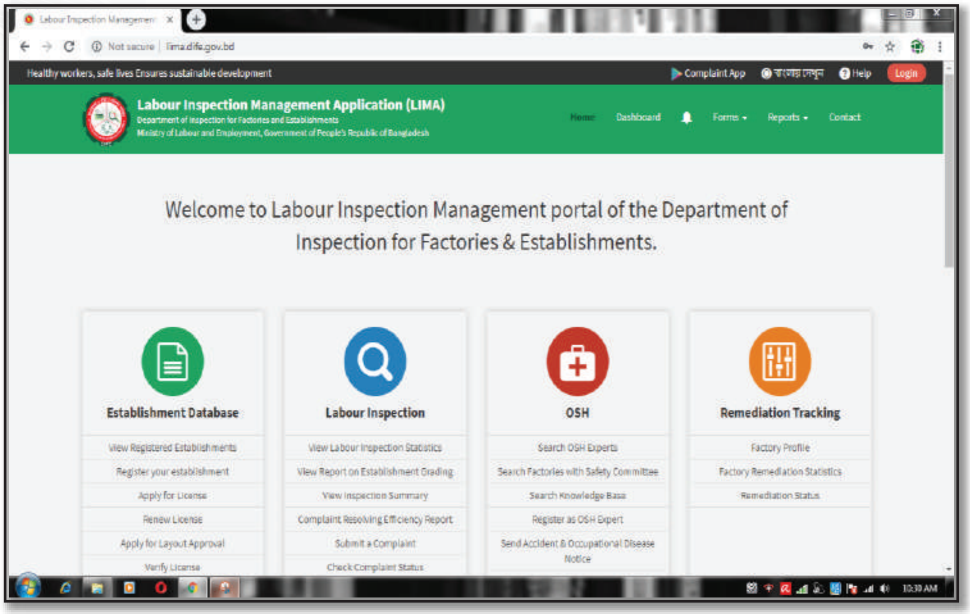

ছবি: LIMA হোমপেইজ।

মডিউল ১। কারখানা, প্রতিষ্ঠান তথ্য ভান্ডার

- লাইসেন্স এর আবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন
- লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন
- পুরনো লাইসেন্স নবায়ন ও সংশোধন
- বিভিন্ন সেক্টরের কারখানাসমূহের তালিকা
- রিপোর্ট (রেভিনিউ রিপোর্ট, অর্ধ-বার্ষিক রিটার্ন, প্রসূতি সুবিধা গ্রহণকারীদের রেজিস্টার)

মডিউল ২। শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা

- পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন
- ট্যাবলেট কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন
- নিয়মিত ও বিশেষ পরিদর্শন (অভিযোগ, দুর্ঘটনা, লাইসেন্স) সম্পাদন
- পরিদর্শন পরবর্তী কার্যক্রম (ক্যাপ প্রস্তুত, নোটিশ প্রস্তুত, ফলোআপ পরিদর্শন)
- পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ (মনিটরিং রিপোর্ট, কমপ্লায়েন্সভিত্তিক পরিদর্শন সার-সংক্ষেপ, মাসিক পরিদর্শন ব্যবস্থা)
- অভিযোগ দাখিল ও অভিযোগের বর্তমান স্ট্যাটাস জানা যায়

মডিউল ৩। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি

- সেইফটি কমিটি সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ
- পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত তথ্য
- পেশাগত ব্যাধি ও দুর্ঘটনার নোটিশ প্রদান

মডিউল ৪। ডাইফ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

- অভ্যন্তরীণ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা
- বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ
- প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ
- সার্ভিস রেকর্ড (চাকুরী স্থায়ীকরণ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি)

এছাড়াও আরসিসির সংস্কার কার্যক্রমের মনিটরিং ব্যবস্থা হিসাবে লিমাতে Remediation Tracking নামে নতুন মডিউল চালু করা হয়েছে।

খুলনায় LIMA Refreshers' Training বক্তব্য প্রদান করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায়। (১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

LIMA ব্যবহার করে যেসব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যাবে:

১. প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
২. মাসিক/মেয়াদী রাজস্ব
৩. লাইসেন্স প্রদান ও ননট্যাক্স রেভেনিউ
৪. প্রসূতি সুবিধা গ্রহণকারিদের রেজিস্টার
৫. বিস্তারিত পরিদর্শন
৬. কমপ্লায়েন্স বিষয়ভিত্তিক পরিদর্শন (সার সংক্ষেপ)
৭. নোটিশ
৮. মামলার রেকর্ড
৯. মাসিক পরিদর্শন অবস্থা
১০. নিয়ম মাফিক অভিযোগ এবং প্রতিবেদন
১১. গণশুনানি সারসংক্ষেপ
১২. সেইফটি কমিটি
১৩. দুর্ঘটনায় নোটিশ প্রেরণের প্রতিবেদন
১৪. কর্মক্ষেত্রে পেশাগত ব্যাধি ও ক্ষতিপূরণের প্রতিবেদন
১৫. পার্সোনাল ডেটা শিট

লিমা সাপোর্ট টিম

লিমা অ্যাপের মাধ্যমে পরিদর্শন ও অন্যান্য কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের জন্য প্রধান কার্যালয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট লিমা সাপোর্ট টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিম মাধ্যমে প্রতিটি সেক্টর অনুযায়ী পরিদর্শন চেকলিস্ট আপলোড করা হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে। মোবাইল/টেলিফোন, ই-মেইল (lima247dife@gmail.com) ও ফেসবুক গ্রুপ (LIMA Support) এর মাধ্যমে লিমা সাপোর্ট টিম সেবা দিয়ে থাকে। নতুন এই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারে যেকোন সমস্যার সমাধান লিমা সাপোর্ট টিম থেকে দেওয়া হয়ে থাকে।

পরিদর্শন চেকলিস্ট আপলোড

লিমাতে মোট ছয় ধরনের পরিদর্শন চেকলিস্ট আপলোড করা আছে। যথা-

১. কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৭)_(প্রশ্ন-১২৫টি)
২. আরএমজি কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৮)_(প্রশ্ন-১০০টি)
৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৮)_(প্রশ্ন-৫০টি)
৪. শিপ ব্রেকিং ও শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ড পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৮)_(প্রশ্ন-৫০টি)
৫. শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক ব্যাংক/বীমা প্রতিষ্ঠান/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৮)_(প্রশ্ন-৫১টি)
৬. দোকান/সুপার শপ/শপিংমল পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৮)_(প্রশ্ন-২৮টি)।

লিমা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পর্যায়ক্রমে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শকগণকে LIMA Refresher's Training প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিকল্পনা

1. **LIMA Software Develop**

   লিমা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শকদের থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক অনুযায়ী LIMA Software Develop/Update করা হবে। এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে টেকনোভিস্তা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)।

2. **LIMA Campaign**

   আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর আর্থিক সহায়তায় অত্র অধিদপ্তর (DIFE) কর্তৃক LIMA Campaign করা হবে।

   যেমন-

   - Online License
   - Safety Committee
   - Accident and Occupational Disease

3. **Follow up LIMA Training**

   LIMA Refrsher's Training শেষে পরিদর্শকগণ কর্তৃক প্রদানকৃত নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী LIMA এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করছে কিনা এবং মাঠ পর্যায়ে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য ২৩টি জেলা কার্যালয়ে ফলোআপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা

প্রধান কার্যালয়ের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা

কর্মকর্তার পদবি ও কর্মস্থল	দায়িত্ব	টেলিফোন	E-mail id
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	প্রধান কার্যালয়ের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	০২৫৫০১৩৬২৭	joynal5768@gmail.com
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	প্রধান কার্যালয়ের বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	-	forkanahsan@gmail.com

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণ

আঞ্চলিক কার্যালয়	উপমহাপরিদর্শকের নাম	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল	কার্যালয়ের ঠিকানা
ঢাকা	আহমেদ বেলাল	০১৯৬২৪০১৮৮০	digfe.dhaka@gmail.com	২৯, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
নারায়ণগঞ্জ	সৌমেন বড়ুয়া	০১৯১১৭০৩৫৩০	dig.narayanganj@gmail.com	বাগে জান্নাত মসজিদ গলি, ১৪২ নবাব সলিমুল্লাহ রোড, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
গাজীপুর	মোঃ ইউসুফ আলী	০১৭১১১৭০০৫৩	dig.gazipur@gmail.com	আইআরআই রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।
চট্টগ্রাম	মোঃ আল-আমীন	০১৭১৭৭৩৫৪৮৭	digctg@gmail.com	জাম্বুরী মাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।
নরসিংদী	মোঃ আতিকুর রহমান	০১৭০০৭৪৪৪৭৯	narsingdidife@gmail.com	২৬/২ তরোয়া, জেলখানা মোড়, নরসিংদী।
মুন্সীগঞ্জ	মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন	০১৭১৮২৫৩৪৫৫	dig.munshigonj@gmail.com	ভূঁইয়া ম্যানশন ২য় তলা, সদর হাসপাতাল রোড, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।
টাঙ্গাইল	মহর আলী মোল্লা	০১৭১২৪২৮১২৭	digfe.tangail@gmail.com	প্রান্ত প্রভা (৩য় তলা), আট পুকুরপাড় (বিশ্বাস বেতকা), ঢাকা রোড, টাংগাইল।
কিশোরগঞ্জ	শাহ্ মোফাখখারুল ইসলাম	০১৯১৩৭৬৯৯১৪	digkishoregonj@gmail.com	৩৪২/১, সাগর ভিলা, পশ্চিম হারুয়া (কশাই খানা), কিশোরগঞ্জ।
মৌলভীবাজার	মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান	০১৭১৩২০৩০৭০	dig.moulvibazar@gmail.com	ভানুগাছ রোড (১০ নং গোলচত্বর সংলগ্ন), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
ফরিদপুর	সাবিহা মুক্তা	০১৭৭১৫৭১৭০৬	digfaridpur2017@gmail.com	পশ্চিম গোয়ালচামট, ২ নং সড়ক, ফরিদপুর
কুমিল্লা	এম. এম. মামুন-অর-রশিদ	০১৯১১৩১০৯২৭	digcomilla.dife@gmail.com	যাদুঘর রোড, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রথম গেইট সংলগ্ন, কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
সিলেট	তপন বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা	০১৭০৮১১২২১৫	dig.sylhet.bd@gmail.com	মির্জা ভিলা (৩য় তলা), ৯/বি, পল্লবী আবাসিক এলাকা, পশ্চিম পাঠানটুলা, সিলেট-৩১০০।
ময়মনসিংহ	রাজীব চন্দ্র ঘোষ	০১৬২৯৭৩৮২৫৪	dig.mymensingh1@gmail.com	ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক, মাসকান্দা, সদর, ময়মনসিংহ।
রংপুর	সোমা রায়	০১৭০৮১১২১৮০	dife.rangpur@gmail.com	আর কে রোড, গণেশপুর, রংপুর
দিনাজপুর	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	০১৭৩৯৯৫৬৩৬৬	dig.dinajpur.dife@gmail.com	বালুয়া ডাঙ্গার মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।
রাজশাহী	মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	০১৫৫৪৩৪৭৭৯৩	dig.mole.rajshahi@gmail.com	৬৯, আলম এপার্টমেন্ট (৪র্থ তলা), বিসিক মোড়, সপুরা, রাজশাহী।
পাবনা	মোঃ আব্দুল হাই খান	০১৯২০৬৬৭৯৩৩	digpabna@gmail.com	১১১/বি, লাইব্রেরী বাজার, ডিসি রোড, পাবনা-৬৬০০

বগুড়া	মোঃ ইকবাল হোসাইন খান	০১৭০৮১১২১৮৩	digbogra@gmail.com	বাড়ী নং-জি-১২৫, রহমান নগর, বগুড়া-৫৮০০।
সিরাজগঞ্জ	বুলবুল আহমেদ	০১৭২৫৯১৪৮৪১	digsirajgonj@gmail.com	চড় রায়পুর, পূর্বপাড়া, রামগাতি, সিরাজগঞ্জ।
কুষ্টিয়া	মোঃ হাসিবুজ্জামান	০১৭১৫৩০০৯৫০	digkushtia@gmail.com	৪০/১, মাহতাব উদ্দিন রোড, কাটাইখানা মোড়, কুষ্টিয়া
যশোর	ইকবাল আহম্মেদ	০১৭১৪২১১১৫৮	dig.jessore@gmail.com	বাড়ী নং-২৩৬, প্লট নং-০৮, সেক্টর-০৯, যশোর হাউজিং এষ্টেট, শেখহাটি বাবলাতলা, ঢাকা রোড, যশোর-৭৪০০।
খুলনা	মোঃ আরিফুল ইসলাম	০১৯৮৭৪৪৫১১৬	dig.dife.khulna@gmail.com	শ্রম ভবন (৩য় তলা), বয়রা, খুলনা-৯০০০।
বরিশাল	হিমন কুমার সাহা	০১৭১২৯৭৯৬৮২	dife.barisal.dig@gmail.com	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।

প্রধান কার্যালয় এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের আপীল কর্মকর্তা

কর্মকর্তার পদবি ও কর্মস্থল	দায়িত্ব	টেলিফোন	E-mail id
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	প্রধান কার্যালয় এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের আপীল কর্মকর্তা	০২৫৫০১৩৬২৬	chiefdife@gmail.com

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের ক্যাপশন সংবাদ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নানা ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত বিশেষ কিছু কার্যক্রমের ছবি ও ক্যাপশন সংবাদ নিম্নরূপ:

এসক্যোয়ার অ্যাকসেসরিজ লিমিটেড, জামালদি, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ এর দুইজন শ্রমিকের বকেয়া পাওনাদি বিষয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি শেষে কারখানা কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, ড্রাইভারকে ১৩৩৬৯/- ও মোঃ হাসমত আলী, সিকিউরিটি ইনচার্জকে ১৬৬৩১/- টাকার চেক মুন্সীগঞ্জ-এর উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদান করা হয়।

গাজীপুরের ওয়ান আপ সোয়েটার লিমিটেড-এর একজন শ্রমিকের বকেয়া মজুরী ও সার্ভিস বেনিফিট সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি শেষে অভিযোগকারীকে মোট ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৬০৩ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ইউনিগ্লোরী প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল এর সম্মেলন কক্ষে অংশীজনের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমহাপরিদর্শক জনাব মহর আলী মোল্লা। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই শিল্প এলাকার কতিপয় কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্টীল এক্সেসরিজ লিমিটেড এর একজন শ্রমিকের অভিযোগের ভিত্তিতে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। উপমহাপরিদর্শক জনাব মোঃ আল-আমীন অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে শ্রমিককে (১,০৮,০১২/-) টাকার চেক হস্তান্তর করেন। (২১/১১/২০১৯ খ্রিঃ)

মৌলভীবাজার উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক ডানকান ব্রাদার্স বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল চা বাগানের ব্যাবস্থাপক ও সহকারী ব্যবস্থাপকদের জন্য 'শ্রম আইন ও বিধিমালা'-শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপমহাপরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। (০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ)

উমপহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ কর্তৃক একটি হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সমন্বয়ে শ্রম আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক জনাব শাহ্ মোফাখখারুল ইসলাম। তারিখ: ৩ অক্টোবর, ২০১৯।

নারায়ণগঞ্জ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে অংশীজনের জন্য একটি সভা আয়োজন করা হয়। দোকান মালিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মচারী প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয় পত্র, সার্ভিস বুক, হাজিরা খাতা, মজুরী রেজিস্টার, ছুটি রেজিস্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ, লাইসেন্স গ্রহণ, যথাসময়ে মজুরী প্রদান, ওভারটাইমের মজুরী প্রদান বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (১৩/১১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুতির অভিযোগে যশোর ল্যাব এইড হসপিটাল এন্ড মেডিকেল সার্ভিসেস এর একজন কর্মচারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সহকারী মহাপরিদর্শক রাজু আহমেদ এর সভাপতিত্বে এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চাকুরিচ্যুত কর্মচারীকে আইনানুগ পাওনাদি বাবদ সমুদয় অর্থ প্রদান করতে রাজী হন। এরই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে মালিকপক্ষ থেকে প্রাপ্ত অর্থ হস্তান্তর করা হয়।

হোটেল সিটি ভিউ-এর একজন শ্রমিক চাকুরী অবসান জনিত আইনানুগ পাওনাদি সংক্রান্ত একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে হোটেল মালিকপক্ষ ও অভিযোগকারী শ্রমিকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়। উপমহাপরিদর্শক জনাব সোমা রায় এর মাধ্যমে ২৫,০০০ টাকা অভিযোগকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বগুড়ায় দোকান মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে শ্রম আইন এবং শ্রম বিধিমালা প্রতিপালন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়। সভায় শ্রমিকদের চাকুরি শর্তাবলী, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, শ্রমিক কল্যাণ এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং শ্রম আইন ও বিধি মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। (২৫ এপ্রিল ২০১৯)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

http://www.dife.gov.bd/

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি।

মিশন:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন
- কারখানার উৎপাদনশীলতা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে স্ট্রাকচারাল, ফায়ার এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
- বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন
- শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ:

২.১) নাগরিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	কারখানা লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন ও সম্প্রসারণের অনুমোদন	**(ক)** কারখানা কর্তৃপক্ষ এমোনিয়া বা ব্লু প্রিন্টে দুই কপি নকশা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে (ফরম-৭৬) উপমহাপরিদর্শক কার্যালয়ে আবেদন পত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে উপমহাপরিদর্শকগণ নকশা অনুমোদন করবেন। **(খ)** http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/জমির খারিজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক) কপি। ৪। সয়েল টেস্ট রিপোর্ট (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ৫।স্বীকৃত প্রকৌশলী/ প্রকৌশলী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্ট্রাকচারাল ডিজাইন/ড্রইং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬।স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থার লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭।স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থা কর্তৃক ভবন নির্মাণের সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । ৮।স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের নকশা।	বিনামূল্যে	৪৫ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
২	কারখানা/প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান	**(ক)** কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উপমহাপরিদর্শক কার্যালয়ে আবেদন পত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানটি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/জমির খারিজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক) কপি। ৪। বিদ্যুতের ডিমান্ট নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । ৫। মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেল/অংশিদারী চুক্তি কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/লাইসেন্স নবায়ন ফি (২.২ ক্রমিকে বিস্তারিত বর্ণিত)	৪৫ কার্যদিবস	মহাপরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

		আলোকে উপমহাপরিদর্শকগণ কারখানা/প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন এবং সংশোধন করবেন। **(খ)**http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	৬। কারখানা লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশার কপি ও অনুমোদনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। ট্রেজারি চালান প্রদানের মূল কপি। ৯। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১০। কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ফি/লাইসেন্স নবায়ন ফি চালান কোডে (১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) জমা প্রদান করবেন।		
৩	লাইসেন্স নবায়ন	**(ক)** নতুন লাইসেন্সপ্রদান এর পদ্ধতিতে নবায়ন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হবে। **(খ)**http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ট্রেজারি চালান প্রদানের মূল কপি। ৩। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৪। কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	বিনামূল্যে	২০ কার্যদিবস	মহাপরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৪	ঠিকাদার সংস্থার (Outsourcing) রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং সংশোধন	**(ক)**LIMA অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করবেন। ২। মহাপরিদর্শক কর্তৃক দা য়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের তথ্যবলীর সঠিকতা যাচাই করবেন এবং প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতেবেদনের আলোকে মহাপরিদর্শক লাইসেন্সে আবেদন মঞ্জুর করবেন। মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত লাইসেন্স ফি চালান কোডে (১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) জমা প্রদান করবেন। ৩। আবেদন মঞ্জুর করা হলে উক্ত মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স ফি জমা প্রদান করতে হবে। ৪। ফরম ৭৮ অনুযায়ী মহাপরিদর্শক লাইসেন্স প্রদান করবেন। ৫। ঠিকাদার সংস্থা লাইসেন্স নবায়নের জন্য বিধি ৩৫৫ (৩) এর বিধান অনুযায়ী মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করতে হবে।	১। আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ০৫ (পাঁচ) কপি ছবি। ২। আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি। ৪। ট্রেড লাইসেন্সের কপি। ৫। TIN সনদ। ৬। মূল্য সংযোজন কর (VAT) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি। ৭। আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ ব্যাংকের সনদপত্র। ৮। কোম্পানির সংঘ অংশীদারী কারবার, সংঘ ও সমিতি হলে অংশীদারি দলিল বা মেমোরেন্ডাম অফ এসোসিয়েশন। ৯। মহাপরিদর্শকের অনুকূলে জামানত হিসেবে তফসিল নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক হিসাবে জমাকরণ। ১১। ঠিকানাসহ অবস্থান ও অফিস ব্যবস্থাপনার বিবরণ। ১২। যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির তালিকা ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সনদপত্র। ১৩। নিজস্ব প্রশিক্ষণ সুবিধার ব্যবস্থা বা অন্য কোন অনুমোদিত প্রশিক্ষণ সংস্থার সাথে চুক্তিপত্র (যদি থাকে)। ১৪। কর্মী নিয়োগ বিধিমালা। ১৫। ভাড়ার চুক্তি/জমির খারিজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৬।বিদ্যুতের ডিমান্ট নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশার কপি ও অনুমোদনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৮। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৯।কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/ লাইসেন্স নবায়ন ফি (২.২ ক্রমিকে বিস্তারিত বর্ণিত)	৪৫ কার্যদিবস	মহাপরিদর্শক
৫	কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন	কারখানা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ফরম-১, ফরম-২ ও ফরম-২ (ক) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূরণ করে খসড়া চাকুরী বিধিমালা মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করবেন। মহাপরিদর্শক বিধি ৪ অনুসরণপূর্বক চাকুরী বিধি অনুমোদন করবেন।	-	বিনামূল্যে	৪৫ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)

৬	লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তি	**(ক)**চাকুরির শর্তাবলী, মাতৃত্বকল্যাণ, মজুরি ও আইন ও বিধি মোতাবেক অন্যান্য অভিযোগ মহাপরিদর্শক বরাবর দাখিল করবেন। **(খ)**http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	-	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৭	হেল্প লাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি।	শ্রমিক/ সংশ্লিষ্ট কেউ ১৬৩৫৭ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ দায়ের করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	-	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৮	DEA/ Design Analysis	DIFE কর্তৃক তালিকাভুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত বিভিন্ন কলকারখানার Structural DEA এবং Fire, Electrical Design এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি টাস্কফোর্সের সহায়তায় অনুমোদন করা হয় ও ফ্যাক্টরি মালিককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৪৫ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)
৯	রিমেডিয়েশন তদারকি/ পরিদর্শন	Preliminary assessment হতে প্রাপ্ত Structural, Fire,Electrical এর প্রদত্ত সমস্যাগুলোর জন্য DEA/Design সংগ্রহ ও অনুমোদিত DEA/Design অনুযায়ী ফ্যাক্টরিগুলো কাজ করছে কিনা তা তদারকি করা হয়।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	চলমান	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)
১০	দুর্ঘটনা প্রতিরোধ কল্পে দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	কারখানা/প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ঘটলে কারখানা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম-২৭, ২৭ (খ) অনুযায়ী নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অত্র দপ্তরকে অবহিত করবেন। কারখানা পরিদর্শকগণ প্রাপ্ত নোটিশ মারফত অথবা অন্য কোন মাধ্যমে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সরজমিন তদন্ত করেন। তদন্তকালে পরিদর্শকগণ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দায়ী চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ করেন।	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক ও ক্ষেত্র বিশেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির সময় সাপেক্ষে সেবা প্রদান করা হয়	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
১১	দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান	**(ক)** দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন তদন্তকালে পরিদর্শকগণ আহত ও নিহত শ্রমিকদের বিস্তারিত তথ্য, শ্রম আইনের লঙ্ঘিত ধারাসমূহের তথ্য সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে শ্রম আইন অনুযায়ী আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয় এবং শ্রম আইনের লঙ্ঘিত ধারার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। **(খ)** দুর্ঘটনার তথ্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ক ষান্মাসিক প্রতিবেদন ফরম নং ২৮ অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রদান করবে।	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

১২	সেইফটি কমিটি	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা ৯০ক ও বিধিমালা ৮০-৮৫ ও তফসিল - ৪ এর বিধান মোতাবেক ৫০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে এমন কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে সেফটি কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। সেফটি কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে কারখানা কর্তৃপক্ষকে আইন মোতাবেক অত্র দপ্তরকে অবহিত করতে হয়। গঠিত সেফটি কমিটির কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা অত্র দপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব।	**(ক)** ১) সেফটি কমিটি গঠনের মেমোরান্ডাম। ২) সেফটি কমিটি গঠনের তারিখ। ৩) সেফটি কমিটির সদস্যদের নাম, পদবি। ৪) সেফটি কমিটির কার্যপরিধি। **(খ)** সেফটি কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও সেফটি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতির তালিকা।	বিনামূল্যে	প্রযোজ্য নয়	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) এবংসংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
১৩	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান	নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন।	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (http://www.infocom.gov.bd)সংশ্লিষ্ট সকল আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।	নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে	৩০ কার্যদিবস	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

২.২) দাপ্তরিক সেবা

ক্রমিক	**সেবার নাম**	**সেবা প্রদান পদ্ধতি**	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান**	**সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি**	**সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**
১	অর্জিত ছুটি এবং শ্রান্তি বিনোদন ছুটি অনুমোদন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৭ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবংসংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
২	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরী নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ।	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ)
৩	পেনশন নিষ্পত্তি	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৪	বাজেট বরাদ্দ ও বেতন ভাতা সংক্রান্ত	ibas++ সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা কার্যালয় সমূহে বাজেট বরাদ্ধ এবং বেতন ভাতা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।	ibas.finance.gov.bd এবং দপ্তরের প্রধান কার্যালয়।	বিনামূল্যে	প্রয়োজন অনুসারে	যুগ্মমহাপরিদর্শক(প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অর্জিত ছুটি ও শ্রান্তি বিনোদন ছুটি অনুমোদন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	১। মহাপরিদর্শক বরাবর নির্ধারিত নিয়মে আবেদন ২। ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৩। সর্বশেষ ভোগকৃত শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরীর কপি।	বিনামূল্যে	৭ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক(প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
২	পেনশন নিষ্পত্তি	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাসময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক(প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

৩	জিপিএফ সুবিধা	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক(প্রঃ)এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৪	প্রশিক্ষণে মনোনয়ন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২।ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাসময়ে আবেদন।	প্রযোজ্য নয়	৫ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক(প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৫	মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	প্রযোজ্য নয়	১০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক(প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৬	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি, যানবাহন, আসবাবপত্র এবংস্টেশনারি সরবরাহ	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	বিনামূল্যে	৭ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক(প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা:

ক্রমিক	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনপত্র জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৪	আবেদনের ধারাক্রম অনুসারে সেবা গ্রহণ
৫	সার্বিক সহযোগিতা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS):

যথাসময়ে সেবা না পাওয়া গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ফোন: ০২-৫৫০১৩৬২৭ ইমেইল: joynal5768@gmail.com ওয়েব: http://www.dife.gov.bd	৩ মাস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	মহাপরিদর্শক ফোন: ০২-৫৫০১৩৬২৬ ই-মেইল: chiefdife@gmail.com ওয়েব: http://www.dife.gov.bd	১ মাস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল		৩ মাস

কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান, দোকান এবং ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি (বিধি ও তফসিল)

(১) কারখানার জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	৫-৩০	৫০০	৩০০
বি	৩১-৫০	১,০০০	৭০০
সি	৫১-১০০	১,৫০০	১,০০০
ডি	১০১-২০০	২,৫০০	১,৮০০
ই	২০১-৩০০	৩,০০০	২,২০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	৩,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৪,৮০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৮,০০০	৫,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৭,০০০
জে	২০০১-৩০০০	১২,০০০	৮,৪০০
কে	৩০০১-৫০০০	১৫,০০০	১০,০০০
এল	৫০০১-তদূর্ধ্ব	১৮,০০০	১২,০০০

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের (কারখানা ও ঠিকাদার সংস্থা ব্যতীত) জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
মিনি	০-৫	৩০০	১৫০
এ	৫-২৫	৫০০	৩০০
বি	২৬-৫০	১,০০০	৭০০
সি	৫১-১০০	১,৫০০	১,০০০
ডি	১০১-২০০	২,৫০০	১,৮০০
ই	২০১-৩০০	৩,০০০	২,২০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	৩,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৪,৮০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৮,০০০	৫,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৭,০০০
জে	২০০১-৩০০০	১২,০০০	৮,৪০০
কে	৩০০১-৫০০০	১৫,০০০	১০,০০০
এল	৫০০১-তদূর্ধ্ব	১৮,০০০	১২,০০০

(৩) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের (ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক, বীমা ব্যতীত) জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	১-১০	৫০০	৩০০
বি	১১-৩০	১,০০০	৭০০
সি	৩১-৫০	১,৫০০	১,০০০

ডি	৫১-১০০	২,৫০০	১,৫০০
ই	১০১-৩০০	৩,৫০০	২,০০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	২,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৩,০০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৭,৫০০	৪,০০০
আই	১০০১-তদূর্ধ্ব	১০,০০০	৫,০০০

(৪) বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	১-৩০	৫০০০	৩০০০
বি	৩১-৫০	৭,০০০	৪০০০
সি	৫১-১০০	১০,০০০	৭,০০০
ডি	১০১-৩০০	১২,০০০	৯,০০০
ই	৩০১-৫০০	১৫,০০০	১০,০০০
এফ	৫০১-৭৫০	১৭,০০০	১২,০০০
জি	৭৫১-১০০০	১৬,০০০	১৫,০০০
এইচ	১০০১-তদূর্ধ্ব	২০,০০০	১৭,০০০

(৫) দোকান, সুপার স্টোর, ক্লাব, রেস্টুরেন্ট ও আবাসিক হোটেল এবং কারখানা নয় এমন উৎপাদনশীল শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	০-০১	১০০	৫০
বি	০২-০৩	২০০	৭০
সি	০৪-০৬	৪০০	১০০
ডি	০৭-১০	৫০০	২০০
ই	১১-১৫	১,০০০	৩০০
এফ	১৬-২০	১,৫০০	৫০০
জি	২১-২৫	২,০০০	৭০০
এইচ	২৬-৩০	৩,০০০	১,০০০
আই	৩১-৩৫	৩,৫০০	১,৫০০
জে	৩৬-৪০	৪,০০০	২,০০০
কে	৪১-তদূর্ধ্ব	৫,০০০	৩,০০০

(৬) ঠিকাদার সংস্থার শ্রেণি বিভাগ, লাইসেন্স, নবায়ন ফি ও জামানত হিসাবে বন্ড:

ক্র: নং	কর্মীর সংখ্যা	শ্রেণি বিভাগ	লাইসেন্স ফি	নবায়ন ফি	জামানত হিসাবে বন্ড
১।	১-২০০	এ	২০,০০০/-	৫,০০০/-	২,০০,০০০
২।	২০১-৫০০	বি	৩০,০০০/-	৭,০০০/-	৩,০০,০০০
৩।	৫০১-৭০০	সি	৪০,০০০/-	১০,০০০/-	৪,০০,০০০
৪।	৭০১-১০০০	ডি	৫০,০০০/-	১৫,০০০/-	৫,০০,০০০
৫।	১০০১-২০০০	ই	৬০,০০০/-	১৮,০০০/-	৬,০০,০০০
৬।	২০০১-৪০০০	এফ	৭৫,০০০/-	২০,০০০/-	৭,৫০,০০০
৭।	৪০০১-তদূর্ধ্ব	জি	১,০০,০০০/-	২৫,০০০/-	১০,০০,০০০

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর–এর কর্মকাণ্ডের কিছু স্থিরচিত্র

কর্মকাণ্ডের কিছু স্থিরচিত্র

নিরাপদ কর্মপরিবেশ টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

ছবি ১: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ঠিকাদার সংস্থার জামানত তহবিল পরিচালনা বোর্ড গঠন ও তার কার্যক্রম বিষয়ক প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। (১৪ মে ২০১৯)

ছবি ২: রাজধানীর চক বাজারে অগ্নিকাণ্ডে আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)

ছবি ৩: আশুলিয়ার একটি পোশাক কারখানায় শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার) পরিদর্শন করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম (৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯)

ছবি ৪: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ডাইফ, আইএলও এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে কৌশল ও কার্যক্রম নির্ধারণ বিষয়ক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব কে এম আলী আজম। (২৬ জুন, ২০১৯)

ছবি ৫: ঢাকা ইপিজেড-এর আওতাধীন পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায় (অতিরিক্ত সচিব) (৯ মে, ২০১৯)

ছবি ৬: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায় (অতিরিক্ত সচিব)-এর সভাপতিত্বে উপমহাপরিদর্শকগণের সঙ্গে প্রধান কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভা। (১১ এপ্রিল ২০১৯)

ছবি ৭: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কর্মশালা উদ্বোধন করেন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায়। (৬ মে ২০১৯)

ছবি ৮: কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ এবং OSH ক্যাম্পেইন বিষয়ে আইএলও, জিআইজেড, ডিডব্লিউইএ এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারগণের সঙ্গে আলোচনা সভা (৯ এপ্রিল ২০১৯)

ছবি ৯: তৈরি পোশাক শিল্প কর্মীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ক আলোচনা সভা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মোঃ জয়নাল আবেদীন (যুগ্ম সচিব)-এর সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় (১৮ জুন, ২০১৯)

ছবি ১০: শিশুশ্রম নিরসনে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মানব বন্ধন (১২ জুন ২০১৯)

ছবি ১১ : জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায় (১৭ মার্চ ২০১৯)

ছবি ১২: দিনাজপুরের বঙ্গো মিলারর্স কোম্পানি লিমিটেড-এর সেইফটি কমিটির সদস্যবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মোঃ মেহেদী হাসান।

ছবি ১৩: ৪৮তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ (২৬ মার্চ ২০১৯)

ছবি ১৪: প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন ডাইফ-এর মহাপরিদর্শক জনাব শিবনাথ রায় (২৫ মার্চ ২০১৯)

ছবি ১৫: মুন্সিগঞ্জের বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের মালিক ও কর্মচারিদের সঙ্গে নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপমহাপরিদর্শক জনাব মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন।

ছবি ১৬: নির্যাতনের শিকার একজন গৃহকর্মীকে ময়মনসিংহ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থসহায়তার চেক হস্তান্তর করা হয়। (০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ)

ছবি ১৭: উপমহাপরদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর কর্তৃক আয়োজিত অধিদপ্তরের অংশীজনদের জন্য সভা

ছবি ১৮: একজন শ্রমিকের অভিযোগের ভিত্তিতে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর কর্তৃক কারখানা কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত পাওনাদি শ্রমিককে প্রদান করা হয়।

ছবি ১৯: যশোর উপমহাপরিদর্শককের কার্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির সদস্যদের অংশগ্রহণে আয়োজিত অংশীজনের সাথে সভা

ছবি ২০: মহান মে দিবস-২০১৯ উপলক্ষে যশোর উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক র‍্যালী আয়োজন

ছবি ২১: খুলনা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে শ্রম আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা

ছবি ২২: দোকান মালিক সমিতি এবং কর্মচারী সমিতির সাথে রংপুর উপমহাপরিদর্শক এর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অংশীজনের জন্য সভা (তারিখ: ০৪/২৩/২০১৯ খ্রিঃ)

ছবি ২৩: সিলেটের জৈন্তাপুরে মালিক ও শ্রমিকদের নিয়ে পাথর উত্তোলনকারী শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। (০৮ নভেম্বর ২০১৮ খিঃ)

ছবি ২৪: আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, সিলেটে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে কারখানার মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়। (০৬ মে ২০১৯ খ্রিঃ)

ছবি ২৫: সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড- এর একজন কর্মচারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিলেট কার্যালয় কর্তৃক সন্ধানী কর্তৃপক্ষ থেকে অভিযোগকারীর প্রাপ্য ১,০৬,২৩৭/- টাকার চেক প্রদান করা করা হয়। (০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ)

ছবি ২৬: হোটেল ও রেস্তোরা মালিকদের সাথে শ্রম আইন বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত অংশীজনদের জন্য সভা

ছবি ২৭: দিনাজপুরে ইনোভেশন বিষয়ক কর্মশালায় ইনোভেশন বিষয়ে ধারণা প্রদান করছেন উপমহাপরিদর্শক জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (তারিখ: ২৬.০৫.২০১৯ খ্রিঃ)

ছবি ২৮: উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক লিবার্টি গার্মেন্টস শ্রমিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে মালিকপক্ষ থেকে ৫,৫০,০০০/- টাকা পরিশোধ।

ছবি ২৯: নীলফামারীতে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের নিয়ে ৫০ কেজি ওজনের অধিক আলুর বস্তা বহন বা উত্তোলন না করতে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়। (০৩/০৩/২০১৯ খ্রিঃ)

ছবি ৩০: চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে অবস্থিত শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর উপমহাপরিদর্শক জনাব মোঃ আল-আমীন (০৮/০৮/২০১৯ খ্রিঃ)

ছবি ৩১: শিশুশ্রম নিরসনে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য টাঙ্গাইল জেলার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ,
মটর গ্যারেজ ইত্যাদিতে লিফলেট বিতরণ করেন জনাব মহর আলী মোল্লা

নিরাপদ কর্মপরিবেশ
টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮ ০২৮৩৯১৩৪৮
ই-মেইল : chiefdife@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dife.gov.bd

এই প্রকাশনাটি আইএলও'র 'তৈরি পোশাকশিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'- এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকল্পটির অর্থায়ন করছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য।

International Labour Organization

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid from the British people